মনজিত সিং

বনাম

পাঞ্জাব রাজ্য

(২০১১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১০৭৯)

সেপ্টেম্বর ৩, ২০১৯

[এ. এম. খানউইলকার এবং দীনেশ মহেশ্বরী, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতীয় *দণ্ডবিধি, ১৮৬০- ধারা ১৪৮, ৩০২/১৪৯,৩২৩,৩২৪ এবং ৩২৬/১৪৯ – অধীনে রাষ্ট্রপক্ষ - সাতজন আসামির মধ্যে (আপিলকারী-অভিযুক্ত 'এম' এবং আপিলকারী-অভিযুক্ত 'এস' সহ) – প্রাথমিকভাবে পুলিশ আপিলকারী-অভিযুক্ত 'এম' এবং দুই অভিযুক্ত 'পি' এবং 'এন'-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেনি – ৩১৯ সিআর.পি.সি ধারার অধীনে আবেদনের পর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল – তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের জন্য ৩২১ সিআর.পি.সি ধারার অধীনে একটি আবেদন আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল – বিচার আদালত আহত প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে পিডাবলুগুলি ৫ এবং ৬; চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ এবং দোষী সাব্যস্ত সাত আসামির সকলকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে - হাইকোর্টে আপিল - আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, রাজ্যপাল আপিলকারী-অভিযুক্ত 'এম' এবং দুই অভিযুক্ত 'পি' এবং 'এন'-কে সংবিধানের ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমা মঞ্জুর করেছেন - ক্ষমা মঞ্জুরের আবেদনও বিরোধিতা করা হয়েছে - হাইকোর্ট দুই অভিযুক্ত 'পি' এবং 'এন'-কে সন্দেহের সুবিধা মঞ্জুর করেছেন, অন্য পাঁচ অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ততা বহাল রেখেছেন - ক্ষমা মঞ্জুরের আদেশও বাতিল করা হয়েছে - দোষী সাব্যস্ত দুই অভিযুক্তের সুপ্রিম কোর্টে আপিল - বিচারাধীন: দুই আহত প্রত্যক্ষদর্শী দ্বারা রাষ্ট্রপক্ষ মামলা সমর্থিত যাদের সাক্ষ্য একই সাথে নিম্ন আদালত দ্বারা নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে - তাদের সাক্ষ্য এফআইআর-এর সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং চিকিৎসা প্রমাণ দ্বারা আরও নিশ্চিত করা হয়েছে - তাদের সাক্ষ্য কেবল এই কারণে বাতিল করা যাবে না যে কোনও স্বাধীন সাক্ষী পরীক্ষা করা হয়নি - মামলায় তাদের মিথ্যা জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তদের দ্বারা আবেদন করা শত্রুতার কারণ, বরং অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য প্রমাণে রাষ্ট্রপক্ষ মামলাকে সমর্থন করে - দোষী সাব্যস্ত করার আবেদনটি ফাঁকা এবং পরে চিন্তা করা হয়েছে - তথ্যে মামলায় প্রমাণিত হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একটি সাধারণ বস্তুর সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করেছিলেন এবং বেআইনি সমাবেশ করেছিলেন, মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছিলেন এবং অভিযোগকারী পক্ষের সদস্যদের গুরুতর শারীরিক আঘাত করেছিলেন -*

দুই অভিযুক্তের খালাস অন্য অভিযুক্তদের খালাসের দিকে পরিচালিত করে এমন কোনও প্রশমনকারী প্রভাব ফেলবে না।

ধারা ১৪১ এবং ১৪৯-বেআইনি সমাবেশ-স্থির করেঃ একটি বেআইনি সমাবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল এটি গঠনকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা অর্থাৎ ৫ এবং তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য।

ফৌজদারি আইনঃ

সাধারণ উদ্দেশ্য-নির্ধারিত-সিধান্তঃ বেআইনি সমাবেশের সদস্যদের দ্বারা গৃহীত আচরণবিধি; তাদের আচরণ এবং তাদের বহন করা অস্ত্র হল সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য কয়েকটি মৌলিক এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়।

ফৌজদারি বিচারঃ

সহ-অভিযুক্তের খালাস - প্রভাব - সিধান্তঃ সহ-অভিযুক্তের খালাস শুধুমাত্র অন্যান্য অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশঃ ১. যদিও বর্তমান মামলায়, ২ জন খালাসপ্রাপ্ত অভিযুক্তকে খালি হাতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং কোনও ব্যক্তিকে কোনও আঘাত করার ভূমিকা দেওয়া হয়নি, তবে বিচার আদালত এটিকে একটি সাধারণ উদ্দেশ্যের মামলা বলে মনে করে এবং এই দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইপিসি ধারা ১৪৮-এর পাশাপাশি আইপিসি ধারা ১৪৯-এর সহায়তায় অন্যান্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। হাইকোর্ট, যদিও সমস্ত বস্তুগত দিকগুলিতে রেকর্ডের উপাদানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পরে বিচার আদালতের সাথে একমত হয়েছিল, তবে এই দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তার আলোচনার শেষ অংশে, তাদের সন্দেহের সুবিধা বাড়ানোর জন্য অগ্রসর হয়েছিল। যদিও পূর্বোক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সন্দেহের স্বার্থে খালাস পেয়েছিলেন এবং তাদের খালাসকে বিরোধিতা করা হয়নি, তবে এই সত্যটি নিজেই আপিলকারী সহ অন্য পাঁচ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ মামলার উপর কোনও প্রশমনকারী প্রভাব ফেলবে না। এটি সামান্য রয়ে গেছে যে সহ-অভিযুক্তদের খালাস অন্য অভিযুক্তদের খালাস করার ফলস্বরূপ যথেষ্ট নয়। সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বস্তুগত প্রমাণ একই হলেও, তাদের মধ্যে কয়েকটির খালাস এমন কোনও পরিণতির দিকে পরিচালিত করে না যে অন্য অভিযুক্তদেরও খালাস দেওয়া দরকার। খালাসপ্রাপ্ত আসামিদের অনিশ্চিত ভূমিকার কারণে তাদের জড়িত থাকার বিষয়টি সন্দেহজনক বলে বিবেচিত হলেও, এটা বলা যাবে না যে রাষ্ট্রপক্ষ মামলার সম্পূর্ণ ভিত্তি হারিয়ে গেছে, এমনকি ঝাপসা হয়ে গেছে। [অনুচ্ছেদ ৯ এবং ৯.১] [৫৭১-ডি-ই; জি-এইছ; ৫৭২-এ-সি]

ইয়ানব শেখ ওরফে গাগু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (২০১৩) ৬ এস. সি. সি ৪২৮ ঃ [২০১২] ১৩ এস. সি. আর ১১৫; দালবীর সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০০৮) ১১ এস. সি. সি ৪২৫ ঃ [২০০৮] ৮ এস. সি. আর ১০২৬-এর উপর নির্ভরশীল।

২. আহত প্রত্যক্ষদর্শী পিডব্লিউ-৫ এবং পিডব্লিউ-৬-এর সাক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বস্তুগত অভিযোগের রাষ্ট্রপক্ষের মামলা। পিডব্লিউ-৫ অভিযোগকারীর প্রাথমিক বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাক্ষ্য দিয়েছে যার ভিত্তিতে, প্রশ্নযুক্ত এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই সাক্ষী প্রত্যেকের ভূমিকার সাক্ষ্য দিয়েছেন। প্রশ্নবিদ্ধ ঘটনায় তিনি অভিযুক্ত। এই সাক্ষীকে অসম্মান করার মতো জেরা থেকে কোনও তথ্য বেরিয়ে আসেনি। পিডব্লিউএসও এই ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি আবেদনকারী-অভিযুক্ত 'এম'-এর কাছ থেকে আঘাত পেয়েছিলেন। এই ধরনের বাস্তব পরিস্থিতির মুখে, প্রতিরক্ষা পক্ষের পরামর্শ, যে এই' সাক্ষী বেআইনী বিবেচনার জন্য তাদের সমর্থন করেছিলেন, কেবল ভিত্তিহীন হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট একই সাথে তার সাক্ষ্যকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছে; এবং এই বিষয়ে কোনও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার কোনও কারণ নেই। পিডব্লিউ-৬-এর ঘটনার বর্ণনাও এফআইআর-এ ঘটে যাওয়া সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পিডব্লিউ-৫-এর বিবৃতিতেও ঘটেছিল। একই ঘটনায় তিনিও একজন আহত ব্যক্তি ছিলেন এবং এই সাক্ষীকে অবিশ্বাস বা অসম্মান করার মতো কোনও নথি নেই। [অনুচ্ছেদ ১০.১ এবং ১০.২] [৫৭২-ই-এফ; এইচ; ৫৭৩-এ-সি]

৩. যতদূর পর্যন্ত বিষয়টির চিকিৎসা-আইনী দিকের কথা বলা যায়, পিডব্লিউ-১, যে ডাক্তার ঘটনার পরপরই আহত ভার্সনকে পরীক্ষা করেছিলেন, তিনি সংশ্লিষ্ট আঘাতের প্রতিবেদনগুলি প্রমাণ করেছেন। ঘটনাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মৃত ব্যক্তি এবং অভিযোগকারী পক্ষের অন্যান্য সদস্যরা ধারালো অস্ত্র (পাশাপাশি ভোঁতা বস্তু) থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেহের অঙ্গগুলি সহ অনেক এবং একাধিক আঘাত পেয়েছিলেন। এটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মৃত ব্যক্তি মাথার গুরুতর আঘাতের কারণে মারা গিয়েছিলেন। যদিও ঘটনার তারিখ থেকে ৯ দিন পরে মারা গিয়েছিলেন কিন্তু ক্রমাগত হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এবং কখনও কোনও বিবৃতি দেওয়ার মতো অবস্থানে ছিলেন না। অভিযোগকারী পক্ষের উপর পরিকল্পিত এবং দৃঢ় আক্রমণের মাধ্যমে অভিযুক্ত পক্ষ কর্তৃক প্রশ্নবিদ্ধ আঘাতগুলি প্রয়োগ করা হয়েছিল, এই তথ্যও নথিতে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচার আদালত এবং হাইকোর্টের সমবর্তী অনুসন্ধানগুলি যথাযথ থাকে এবং কোনও দুর্বলতায় ভুগছে বলে মনে হয় না। [অনুচ্ছেদ ১০.৩ এবং ১০.৪] [৫৭৩-সি; এফ-জি]

৪.১ প্রতিরক্ষা সাক্ষী, ডিডব্লিউ. ৫-এর মতে, তাঁর কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যে, আপীলকারী-অভিযুক্ত 'এম' এবং খালাসপ্রাপ্ত অভিযুক্তরা প্রশ্নবিদ্ধ ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। এই সাক্ষ্যটি কেবল অপ্রাসঙ্গিকই ছিল না, বরং সম্পূর্ণ অযৌক্তিকও ছিল। বিচার আদালত এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। এমনকি রাষ্ট্রপক্ষ আবেদনকারী এবং খালাসপ্রাপ্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিচার আদালত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বিচার আদালতের এই আদেশকে বিরোধিতা করার প্রচেষ্টাও এই আদালত পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এমন অবস্থানে, যেখানে তদন্তের ফলাফলে বর্ণিত মতামতটি বিচার বিভাগীয় আদেশ দ্বারা বাতিল হয়ে গিয়েছিল, সেখানে এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল যে এই ধরনের একটি বাতিল মতামত ডিডব্লিউ-৫-এর সাক্ষ্যের মাধ্যমে নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও এই মতামত এবং এই সাক্ষী [প্রদর্শনী ডিএ] দ্বারা প্রেরিত প্রতিবেদনে যা কিছু বলা হয়েছে তা তাদের মুখের মূল্যের উপর নেওয়া হয়, তবে কিছুই তাদের উপর পরিণত হয় না। [অনুচ্ছেদ ১১.২] [৫৭৪-ডি-জি]

৪.২ বিচারিক আদালত, সম্পূর্ণ নথির পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের পরে এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছে যে আপিলকারী অপরাধস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে আলিবির আবেদন গ্রহণ করার জন্য নথিতে কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট নথিভুক্ত থাকা প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়নের পরে এই ধরনের ভিত্তিহীন আবেদন যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। [অনুচ্ছেদ ১২] [৫৭৫-বি-সি]

৪.৩ আবেদনকারী-অভিযুক্ত 'এম'-এর আলিবির আবেদনে দুটি মৌলিক এবং বরং মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে প্রথমত, যে এই ধরনের আবেদন এমনকি আহত চক্ষু পিডব্লিউ-৫ এবং পিডব্লিউ-৬ সহ প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষীদের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ৩১৩ নং ধারার অধীনে তার নিজের বিবৃতিতে, আপিলকারী-অভিযুক্ত 'এম'-কে বিস্তৃত দাবি করার সময় যে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার সাথে সম্পর্কিত অভিযোগকারী পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য তাকে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছিল, এবং পূর্ববর্তী পুলিশ রিপোর্টের উপর নির্ভর করে যেখানে তাকে অব্যাহতি চাওয়া হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের জন্য রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে আগে চেষ্টা করা হয়েছিল, এমনকি দূর থেকেও বলা হয়নি যে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না এবং প্রাসঙ্গিক সময়ে, তিনি অন্য কোথাও উপস্থিত ছিলেন। [অনুচ্ছেদ ১২.১] [৫৭৫-ডি-এফ]

৪.৪ সাক্ষী ডিডাব্লু-৯ এবং প্রতিরক্ষায় পরীক্ষা করা অন্যান্য সাক্ষীদের বেশিরভাগের আচরণ কোনও আস্থা জাগিয়ে তোলার জন্য অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক ছিল। প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের দ্বারা নেতিবাচকভাবে কেবল অনুমান করা হয়েছিল যে তারা তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে [আপিলকারী-অভিযুক্ত 'এম' এবং ২ জন খালাসপ্রাপ্ত অভিযুক্ত] ঘটনাস্থলে দেখেছিল যা রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত দৃঢ় এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণকে স্থানচ্যুত করে না। বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট যথাযথভাবে এই সাক্ষীদের সম্পূর্ণ অবিশ্বস্ত বলে বাতিল করে দিয়েছে। আলিবির আবেদন, মামলার তথ্যে, একটি অপরিশোধিত চিন্তাভাবনা হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে এবং অন্য কিছু নয়। সুতরাং, যে কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আবেদনকারী-অভিযুক্ত 'এম' দ্বারা উপস্থাপিত আলিবির আবেদনটি ফাঁপা রয়ে গেছে এবং কেবল প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১২.৩, ১২.৪ এবং ১২.৫] [৫৭৭-ই; ৫৭৮-সি, ডি, জি]

৫. এটা বলা ঠিক নয় যে, অপরাধের অস্ত্র উদ্ধারের অভাবে আবেদনকারী-অভিযুক্ত 'এম'-এর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রাথমিকভাবে, তদন্ত কর্মকর্তা অন্য চার অভিযুক্তের প্রকাশ্য বিবৃতির ভিত্তিতে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আবেদনকারীর বিষয়ে, তদন্ত কর্মকর্তা এই দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে নির্দোষ ছিল এবং মিথ্যাভাবে জড়িত ছিল। এটিই আবেদনকারী-অভিযুক্ত 'এম' দ্বারা ব্যবহৃত অপরাধের অস্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তদন্ত কর্মকর্তার কোনও প্রচেষ্টা না করার মৌলিক কারণ বলে মনে হয়। যাইহোক, এই বাদ দেওয়ার বিষয়টি রাষ্ট্রপক্ষের মামলার উপর কোনও বিরূপ প্রভাব ফেলে না, যেখানে আপিলকারীর বরং বিধানসভার নেতা হিসাবে জড়িত থাকা, যিনি উৎসাহ দিয়ে আক্রমণ শুরু করেছিলেন এবং তারপরে আক্রমণে অংশ নিয়েছিলেন, সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত। [অনুচ্ছেদ ১৩] [৫৭৮-এইচ; ৫৭৯-এ-বি]

৬. আপিলকারী-অভিযুক্ত 'এম' কে শত্রুতার কারণে অভিযুক্ত করা হয়েছে বলে বলা যায় না। বর্তমান মামলার পরিস্থিতিতে, যদি তথাকথিত শত্রুতার কোনও বিষয় বিবেচনা করা হয়, তবে একই কথা আপিলকারী-অভিযুক্ত 'এম' এবং তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য, কারণ স্বীকার করা হচ্ছে যে, আপিলকারী-অভিযুক্ত 'এম' একজন গ্রামের মেয়ের ধর্ষণ ও হত্যার মামলাটি গভীরভাবে অনুসরণ করছিলেন এবং অভিযোগকারী পক্ষটি উক্ত মামলায় অভিযুক্তের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ছিল।

এই বিষয়টি শুধুমাত্র অভিযোগকারী পক্ষের সদস্যদের উপর হামলা, হামলা এবং আঘাত করার জন্য সমাবেশের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের প্রতি রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটিকে সমর্থন দেবে। [অনুচ্ছেদ ১৩.১] [৫৭৯-সি-ডি]

৭. বর্তমান ক্ষেত্রে, আহত প্রত্যক্ষদর্শীদের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কেবল এই কারণে বাতিল করা যায় না যে কোনও স্বাধীন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি। এমন কোনও নিয়ম নেই যে প্রতিটি ফৌজদারি মামলায়, আহত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য তথাকথিত স্বাধীন সাক্ষী(দের) কাছ থেকে প্রমাণ করা প্রয়োজন। যখন আহত প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তখন সমস্ত তথ্য এবং আশেপাশের কারণগুলি বিবেচনা করে সেই ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১৩.২] [৫৭৯-ই-এফ]

৮.১ একটি বেআইনি সমাবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল এটি গঠনকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা অর্থাৎ পাঁচটি এবং তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য। সেই সমাবেশটি রচনাকারী ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য মুহূর্তের উদ্দীপনায় গঠিত হতে পারে এবং এর জন্য পূর্ব আলোচনার প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের সমাবেশের সদস্যদের দ্বারা গৃহীত আচরণের ধারা, ঘটনার আগে, সময় এবং পরে তাদের আচরণ এবং তাদের দ্বারা বহন করা অস্ত্রগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য কয়েকটি মৌলিক এবং প্রাসঙ্গিক কারণ। [অনুচ্ছেদ ১৪.৫] [৫৮৪-ডি-ই]

৮.২ রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বর্তমান মামলার তথ্যে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, প্রাসঙ্গিক তারিখে এবং প্রাসঙ্গিক সময়ে, বর্তমান আপিলকারী সহ কমপক্ষে পাঁচজন অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘটনার জায়গায় অর্থাৎ আদালত কমপ্লেক্সে উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগকারী পক্ষের সদস্যরা, গ্রামের মেয়েটির ধর্ষণ ও হত্যার মামলার শুনানিতে অংশ নিতে একই আদালত কমপ্লেক্সে এসেছিলেন, যেখানে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং আত্মীয়স্বজনরা অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং মামলাটি আবেদনকারী-অভিযুক্ত 'এম' দ্বারা অনুসরণ করা হচ্ছিল। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে অভিযোগকারী পক্ষের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা যখন তাদের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, তখন অভিযুক্তরা অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, অভিযোগকারী পক্ষের উপর আক্রমণটি আপিলকারী-অভিযুক্ত 'এম'-এর প্ররোচনাতেই শুরু হয়েছিল। এটি হামলার উদ্দেশ্য এবং সমাবেশের উদ্দেশ্যও প্রকাশ করে। এটি সন্দেহের বাইরে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একযোগে কাজ করেছিলেন এবং উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে অভিযোগকারী পক্ষের সদস্যদের মধ্যে প্রাণহানির বিষয়টি নিশ্চিত করা ছিল। প্রযোজ্য নীতিগুলির মধ্যে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একটি বেআইনী সমাবেশ গঠন করেছিলেন; মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আদালত কমপ্লেক্সে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছিলেন; এবং অভিযোগকারী দলের সদস্যদের গুরুতর শারীরিক আঘাত করেছিলেন। মৃত ব্যক্তিকে এই বেআইনী সমাবেশের সদস্যরা বারবার আক্রমণ করেছিলেন এবং তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন যা মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল। ঘটনার সময় এবং ঘটনার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণের পটভূমি দিকগুলি সন্দেহের কিছু রাখে না যে এই সমাবেশের প্রতিটি সদস্য নিজের এবং বিধানসভার প্রতিটি সদস্যের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য দায়বদ্ধ। [অনুচ্ছেদ ১৪.৬] [৫৮৪-এফ-এইচ; ৫৮৫-এ, সি-ই]

গোবিন্দ সিং বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য (২০১৯) ৭ স্কেল ২০-বিশিষ্ট।

সিকন্দর সিং ও অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য (২০১০) ৭ এস.সি.সি ৪৭৭ ঃ [২০১০] ৮ এস. সি. আর ৩৭৩; সুবল ঘোরাই বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (২০১৩) ৪ এস. সি. সি ৬০৭; সাহাবুদ্দিন ও অন্যান্যরা বনাম আসাম রাজ্য (২০১২) ১৩ এস. সি. সি ২১২ ঃ [২০১২] ১৩ এস. সি. আর ১০৬৭-উল্লিখিত।

কেস আইন রেফারেন্স

[2010] 8 SCR 373 অনুচ্ছেদ 6.1 উল্লেখ করেছে

(2013) 4 SCC 607 অনুচ্ছেদ 6.1 উল্লেখ করেছে

(2019) 7 SCALE 20 বিশিষ্ট অনুচ্ছেদ 6.2

[2012] 13 SCR 1067 অনুচ্ছেদ 7 উল্লেখ করেছে

[2012] 13 SCR 115 অনুচ্ছেদ 9.1 এর উপর নির্ভর করে

[2008] 8 SCR 1026 অনুচ্ছেদ 9.1 এর উপর নির্ভর করে

ফৌজদারি আপিল এক্তিয়ারঃ ২০১১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১০৭৯।

২০০৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৭৩ ডিবি-তে চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ১১.০৩.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

২০১১ সালের ১০৭৬ নং ফৌজদারি আপিলের সাথে

কামিনী জয়সওয়াল, জতিন্দরপাল সিং, সুশ্রী রানী মিশ্র, বিজয় পাঞ্জওয়ানি, আইনজীবীরা আপিলকারীর পক্ষে।

সুশ্রী জসপ্রিত গোগিয়া, সুশ্রী মন্দাকিনী সিং, সুশ্রী আশিমা মান্ডলা, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেছেন

দীনেশ মহেশ্বরী, বিচারপতি

১. বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে এই দুটি আপিল ১১.০৩.২০০৮ তারিখের সাধারণ রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত, যা ২০০৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৭৩ ডিবি এবং ২০০৫ সালের ৩৫০ ডিবি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল, যার ফলে হাইকোর্ট ২০০১ সালের ২১ নম্বর দায়রা মামলায় বার্নালার দায়রা বিচারক কর্তৃক ২৮/৩০.০৩.২০০৫ তারিখের রায় এবং আদেশ বহাল রেখেছে, যেখানে অভিযুক্ত-আপিলকারীদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ('আইপিসি') ১৪৮, ৩০২/১৪৯, ৩২৩, ৩২৪ এবং ৩২৬/১৪৯ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ সহ একাধিক অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত এবং সাজা দেওয়া হয়েছে।

২. সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিষয়টির প্রাসঙ্গিক পটভূমির দিকগুলি নিম্নরূপঃ

২.১. মামলার অভিযোগ ছিল যে, ০৩.০৩.২০০১ তারিখে, মৃত দলীপ সিং, রাজিন্দর পাল সিং (পিডব্লিউ-৫), গুরনাম সিং (পিডব্লিউ-৬) এবং অভিযোগকারী বিয়ন্ত সিং[১], সকলেই মেহল কালান গ্রামের বাসিন্দা, ১৯৯৭ সালের এফআইআর নং ৬৭ সম্পর্কিত একটি ফৌজদারি মামলার শুনানির জন্য বার্নালা কোর্ট কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন মেহল কালান থানা, যা স্থগিত করা হয়েছিল। সেই দিনই, অভিযুক্ত ব্যক্তি মনজিৎ সিং[২], লাভ সিং, অবতার সিং, বখতৌর সিং, সুখবিন্দর সিং[৩], প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্তও আপিলকারী মনজিৎ সিং-এর একটি অভিযোগ মামলার কার্যক্রমে অংশ নিতে একই কোর্ট কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন, যা স্থগিত করা হয়েছিল। সকাল ১১.১৫ টার দিকে, যখন গুরনাম সিং, বিয়ন্ত সিং, রাজিন্দর পাল সিং এবং দলীপ সিং আদালত কমপ্লেক্সে টাইপিস্টদের কেবিনের কাছে তাদের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, তখন অভিযুক্তরা তাদের উপর হামলা চালায়।

[১] মামলার প্রথম সাক্ষী হিসেবে অভিযোগকারী বিয়ন্ত সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কিন্তু তার জবানবন্দি শেষ হওয়ার আগেই তিনি মারা যান।

[২] ২০১১ সালের অপরাধ সংঘটন নং ১০৭৯ এর আপিলকারী

[৩] ২০১১ সালের অপরাধমূলক মামলা নং ১০৭৬ এর আপিলকারী

সকাল ১১.১৫ টার দিকে, যখন গুরনাম সিং, বিয়ন্ত সিং, রাজিন্দর পাল সিং এবং দলীপ সিং আদালত কমপ্লেক্সে টাইপিস্টদের কেবিনের কাছে তাদের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, তখন অভিযুক্তরা তাদের উপর হামলা চালায়।

২.২. অভিযোগ করা হয়েছিল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজনের হাতে বিভিন্ন অস্ত্র ছিল, যেখানে আপিলকারী সুখবিন্দর সিং এবং লাভ সিং ও অবতার সিং কৃপাণ দিয়ে সজ্জিত ছিলেন; বখতৌর সিং কৃপাণ ও ঘোপ দিয়ে সজ্জিত ছিলেন; এবং আপিলকারী মনজিৎ সিং কৃপাণ এবং প্রেম দিয়ে সজ্জিত ছিলেন। অভিযোগ অনুসারে, উমর ও নারায়ণ দত্ত খালি হাতে ছিলেন, আবেদনকারী মনজিৎ সিং-এর প্ররোচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এমনভাবে হামলা চালিয়েছিলেন যে লাভ সিং বিয়ন্ত সিং-এর মাথায় কৃপাণ আঘাত করেছিলেন, যিনি তাঁর হাত তুলেছিলেন এবং আঘাতটি তাঁর ডান হাতে আঘাত করেছিলেন; আবেদনকারী সুখবিন্দর সিং দিলীপ সিং-এর মাথায় কৃপাণ আঘাত করেছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি হাত তুলেছিলেন, আঘাতটি তাঁর ডান হাতে আঘাত করেছিল; বখতৌর সিং দলীপ সিং-এর মাথায় ঘোপটি আঘাত করেছিলেন; প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্ত দলীপ সিং-এর বাহু ধরেছিলেন এবং বখতৌর সিং-এর মাথায় আরও একটি ঘোপটি আঘাত করেছিলেন; অবতার সিং তাঁর বাম পায়ে কৃপাণের আঘাত করেছিলেন, গুরনাম সিং-এর বাঁ হাতের হ্যান্ডেলটিও করেছিলেন, মনজিৎ সিং-এর বাঁ হাতের পিঠে এবং সুখজিৎ সিং-এর বাঁ হাতের পিঠেও আঘাত করেছিলেন।

২.৩. আরও অভিযোগ করা হয় যে, এই ধরনের আক্রমণের পর, আহতরা অ্যালার্ম বাজায়, যার ফলে অমরজিৎ সিং, বলবীর সিং, জিত সিং এবং জুর্দীপ সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল থেকে একটি বার্তা পাওয়ার পর, সুরিন্দর পাল সিং (পিডব্লিউ-৯), এস. এইচ. ও, পি. এস. কোতোয়ালি হাসপাতালে যান এবং আহতদের বিবৃতি নেওয়ার জন্য তাদের ফিটনেস সম্পর্কে ডাক্তারের মতামত চান; আহত বিয়ন্ত সিংকে সুস্থ ঘোষণা করা হয় এবং ২টা ৩০ মিনিটে তার বিবৃতি নথিভুক্ত করা হয়, যার ফলে আই. পি. সি-র ৩০৭, ১৪৮, ১৪৯, ১২০-খ নং ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ২০০১ সালের ৫৬ নং এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। আহত রাজিন্দর পাল সিং এবং গুরনাম সিংয়ের বিবৃতিও নথিভুক্ত করা হয়। তবে, আহত দলীপ সিংকে কোনও বিবৃতি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়নি; তাকে পাতিয়ালার রাজিন্দ্র হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল; এবং তারপরে তাকে লুধিয়ানার দয়ানন্দ কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

তিনি ১২.০৩.২০০১ অবধি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, কিন্তু এএসআই গুলাব সিং (পিডব্লিউ-১১) তাঁর বক্তব্য নথিভুক্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আহত দলীপ সিং শেষ পর্যন্ত ১২.০৩.২০০১-এ বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে মারা যান। তাঁর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত লুধিয়ানার সিভিল হাসপাতালে ১৩.০৩.২০০১-এ করা হয়। পরবর্তীকালে, ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধটি এফআইআর-এ যোগ করা হয়,

২.৪. ০৮.০৩.২০০১ তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তি বখতৌর সিং, লাভ সিং এবং অবতার সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। বখতৌর সিং-এর প্রকাশ্য বিবৃতি অনুসারে অস্ত্রের খোঁপাটি উদ্ধার করা হয়েছিল, যেখানে লাভ সিং-এর প্রকাশ্য বিবৃতি অনুসারে একটি কিরপান এবং অবতার সিং-এর প্রকাশ্য বিবৃতি অনুসারে আরেকটি কিরপান উদ্ধার করা হয়েছিল। ১৪.০৩.২০০১ তারিখে, আপিলকারী সুখবিন্দর সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তার প্রকাশ্য বিবৃতি অনুসারে, আরও একটি কিরপান উদ্ধার করা হয়েছিল।

২.৫. তদন্ত চলাকালীন, ঘটনার স্থান থেকে রক্তে ছেঁড়া মাটি সংগ্রহ করা হয়েছিল; সাইট প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছিল; এবং অন্যান্য সাক্ষীদের বিবৃতি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এফএসএল প্রতিবেদন অনুসারে, ঘটনার স্থান থেকে উদ্ধার করা ঘোপ, তিনটি কৃপাণ এবং মাটি মানুষের রক্তে দাগযুক্ত বলে পাওয়া গেছে।

২.৬. ২৪.০৩.২০০১ তারিখে, অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের জন্য অভিযোগপত্র দাখিল করা হলেও, বর্তমান আপিলকারী মনজিৎ সিং এবং প্রেম কুমার ও নারায়ণ দত্তকে এই অপরাধে জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং তদন্ত আধিকারিক ('আইও') তাদের ২ নং কলামে রেখেছিলেন। মামলাটি দায়রা আদালতে দাখিল এবং অভিযোগ গঠনের পর, ১১.০৯.২০০১ তারিখে অভিযোগকারী বিয়ন্ত সিংকে রাষ্ট্রপক্ষের প্রথম সাক্ষী হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কিন্তু তার জবানবন্দি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই দিনেই, অভিযোগকারী বিয়ন্ত সিং ফৌজদারি কার্যবিধির (সিআরপিসি) ৩১৯ ধারার অধীনে আবেদনকারী মনজিৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে এবং উল্লিখিত প্রেম কুমার ও নারায়ণ দত্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন, যাঁদের বিচার আদালত তার ১৯.০৯.২০০১ তারিখের আদেশে তলব করেছিল। এরপরে, সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আইপিসি ধারা ৩০২, ১৪৮, ৩২৬, ৩২৫, ৩২৩ এর অধীনে অপরাধের জন্য। আপিলকারী মনজিৎ সিং এবং উক্ত প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্তের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের জন্য ৩২১ ধারার সিআরপিসির অধীনে অনুমতি চেয়েছিল রাষ্ট্রপক্ষ কিন্তু ০৯.১১.২০০২ তারিখের আদেশে বিচার আদালত এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, যার বিরুদ্ধে ২০০২ সালের সিআর.আর. নং ২৪১৩ এবং ২০০২ সালের সিএম নং ২২৪৮ হাইকোর্টে দাখিল করা হয়েছিল, যা ১৪.১০.২০০৩ তারিখের আদেশে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল।

এছাড়াও, ২০০৩ সালের ৫৭৪০ নং আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতি চেয়ে এই আদালতে দায়ের করা আবেদনটিও ১৭.০১.২০০৪ তারিখের আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল।

৩. বিচারে রাষ্ট্রপক্ষ পিডব্লিউ-৫ হিসাবে আহত প্রত্যক্ষদর্শী রাজিন্দর পাল সিং এবং পিডব্লিউ-৬ হিসাবে গুরনাম সিং সহ বেশ কয়েকজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছিল; মেডিকেল অফিসার ড. সুভাষ সিঙ্গলা, যিনি ১এডি প্রাথমিকভাবে আহত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করেছিলেন এবং পিডব্লিউ-১ হিসাবে আঘাতের প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন; এবং ড. যশবীর সিং, যিনি দিলীপ সিংয়ের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করেছিলেন, পিডব্লিউ-৭ হিসাবে।

৩.১. পিডব্লিউ-৫ এবং পিডব্লিউ-৬-এর যথাক্রমে প্রত্যক্ষদর্শী রাজিন্দর পাল সিং এবং গুরনাম সিং পুরো ঘটনার চক্ষুগত বিবরণ দিয়েছেন। পিডব্লিউ-৫ রাজিন্দর পাল সিং স্পষ্টভাবে বলেছেন যে আক্রমণটি শুরু হয়েছিল যখন আবেদনকারী মনজিৎ সিং অভিযোগকারী এবং তার সঙ্গীদের আক্রমণ করার জন্য অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্ররোচিত করেছিলেন। এই সাক্ষী এফআইআর-এ ঘটে যাওয়া সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি অভিযুক্তের অংশগ্রহণ এবং জড়িত থাকার বিশদ বিবরণ সরবরাহ করেছিলেন। পিডব্লিউ-৬ উমাম সিং দ্বারা সমস্ত উপাদানের বিশদে তার অনুমান নিশ্চিত করা হয়েছিল। যেমন লক্ষ্য করা গেছে, তথ্যদাতা বিয়ন্ত সিংয়ের সাক্ষ্য তার মৃত্যুর কারণে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

৩.২. আপিলকারী মনজিৎ সিং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে তাঁর বিবৃতিতে অভিযোগ অস্বীকার করার সময় একটি কথিত বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন যে অভিযোগকারীরা প্রেম কুমার, নারায়ণ দত্ত এবং নিজের উপর বিরক্ত হয়েছিলেন কারণ তারা সহ-গ্রামের মেয়ে কেকে*[৪] কে ধর্ষণ ও হত্যার মামলায় প্রমাণ দিয়েছিলেন, যেখানে অভিযোগকারীর আত্মীয়স্বজন এবং আহত সাক্ষীরা এই অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আমরা আপিলকারী মনজিৎ সিংয়ের দ্বারা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে দেওয়া বিবৃতির প্রাসঙ্গিক অংশটি উল্লেখ করব।

৩.৩. প্রতিরক্ষা প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ১৩ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এগুলি ছিল নিম্নরূপঃ ডিডাব্লু-১ ড. এ.কে. সিঙ্গলা, আদালতের সমন এবং জেলের নথিতে রাজিন্দর পাল সিংয়ের স্বাক্ষর সম্পর্কিত হস্তাক্ষর এবং আঙুলের ছাপ বিশেষজ্ঞ; ডিডাব্লু-২, জেইড কনস্টেবল জসবিন্দর সিং এই সত্যের সাথে সম্পর্কিত যে ডিডাব্লু-৩ কে গাড়ির চালক হিসাবে মোতায়েন করা হয়েছিল যেখানে বিচারাধীনদের আদালত কমপ্লেক্সে আনা হয়েছিল; ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ডিডাব্লু-৩ হেড কনস্টেবল জোরা সিং; অপরাধস্থলের কাছে উপস্থিত আইনজীবী ডিডাব্লু-৪ গুরচরণ সিং ধালিওয়াল; বার্নালার তৎকালীন পুলিশ সুপার (ডি) ডিডাব্লু-৫ লক্ষবিন্দর সিং; বার্নালার তৎকালীন পুলিশ সুপার (ডি) ডিডাব্লু-৬ কনস্টেবল অমরজিৎ সিং, আরেকজন অভিযুক্ত প্রত্যক্ষদর্শী যিনি দুই দলের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে হস্তক্ষেপ করেছিলেন; ডিডাব্লু-৭ হেড কনস্টেবল গুরচরণ সিং; ডিডাব্লু-৮ জে.এন. শর্মা, আইনজীবী; ডিডাব্লু-৯ কুলবন্ত সিং, ধানের গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য; ডিডাব্লু-১০ মনজিৎ সিং, ওয়াজিদকে খুর্দের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক; ডিডাব্লু-১১ রাজিন্দর কুমার এএলএম, পিএসইবি মেহর কালান; ডিডাব্লু-১২ দর্শন কুমার, প্রধান ওয়ার্ডেন, সাব-জেল, বার্নালা; এবং ডিডাব্লু-১৩ সন্তোষ সিং, ওয়াজিদকে খুর্দের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক।

[৪] উক্ত ভুক্তভোগী মেয়েটির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই এবং তাকে এখানে কেকে* হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. ২০০১ সালের ২১ নং দায়রা মামলা-এর ২৮/৩০.০৩.২০০৫ তারিখের রায় এবং আদেশে, বিচারিক আদালত আহত প্রত্যক্ষদর্শী পিডাবলু-৫ এবং পিডাবলু-৬ এবং মেডিকেল অফিসার, পিডাবলু-১ এবং পিডাবলু-৭ এর সাক্ষ্য সহ রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যের গভীর বিশ্লেষণ করেছে। বিচার আদালত অভিযুক্তদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের সমান পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও করেছে এবং প্রতিরক্ষা সাক্ষীরা অপ্রাসঙ্গিক বা অবিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হওয়ার পরে, প্রতিরক্ষা তত্ত্বগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়েছে যে অভিযুক্তরা একসাথে যোগ দিয়েছিল এবং অভিযোগকারী বিয়ন্ত সিং এবং তার সঙ্গীদের আক্রমণ করেছিল, যার ফলে বেশ কয়েকজন ব্যক্তির বিভিন্ন আঘাত এবং দালীপ সিংকে মারাত্মক আঘাত করেছিল। বর্তমান আপিলকারীদের সম্পর্কে বিচার আদালতের উপসংহার এবং সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সমষ্টিগতভাবে, যা ২৮.০৩.২০০৫ তারিখের রায়ের ৪৫ থেকে ৪৮ অনুচ্ছেদে ঘটেছিল, তা নিম্নরূপ কার্যকরভাবে পুনরুত্পাদন করা যেতে পারেঃ-

''৪৫. পিডাবলু১ অনুসারে অভিযুক্ত মনজিৎ সিং রাজিন্দর পাল সিংয়ের শরীরে কির্চের মাধ্যমে দুটি আঘাত করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যা এম.এল.আর. প্রাক্তন পিডি এবং এক্স-রে প্রতিবেদন প্রদর্শনী পিডি/২ দেখায় যে এই আঘাত নং ১ এবং ২ উভয়ই ধারালো উপায়ে এবং আঘাত নং ৩ যা লালচে দাগের, কোনও অভিযুক্তের জন্য দায়ী নয়।

৪৬. অভিযুক্ত সুখবিন্দর সিং গুরনাম সিংয়ের বুকের পিছনে কিরপানের হাতল দিয়ে ভোঁতা আঘাত করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি কৃপাণ দিয়ে দলীপ সিংয়ের ডান হাতেও আঘাত করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এম.এল.আর. প্রাক্তন পিএ অনুসারে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা ক্ষত এই আঘাতকে সাধারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়ে কোনও প্রমাণের অভাবে এই আঘাতকে সাধারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

৪৭. যে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যা দেখায় যে মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত একটি সাধারণ বস্তুর সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারী পক্ষকে আক্রমণ করার সময় দাঙ্গা করেছে।

৪৮. সুতরাং, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের চক্ষুগত প্রমাণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপক্ষের সামগ্রিক প্রমাণ থেকে, পরিস্থিতিগত প্রমাণের সাথে যুক্ত চিকিৎসা প্রমাণগুলি যে অপরাধের জন্য তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তার জন্য অভিযুক্তদের অপরাধের দিকে ব্যাপকভাবে ইঙ্গিত করে। এইভাবে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং নীচে বর্ণিত হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়ঃ-

i) সমস্ত অভিযুক্ত আইপিসির ১৪৮ ধারার অধীনে

ii) অভিযুক্ত বখতৌর সিং ধারা ৩০২ এবং ৩২৩ আইপিসির অধীনে

iii) অভিযুক্ত বখতৌর সিং-এর সকল সহ-অভিযুক্ত (সংখ্যা ৬) ধারা ৩০২/১৪৯ আইপিসি এবং ধারা ৩২৩/১৪৯ আইপিসি এর অধীনে

iv) অভিযুক্ত সুখবিন্দর সিং ধারা ৩২৪ আইপিসি এবং ৩২৩ আইপিসি এর অধীনে

v) অভিযুক্ত সুখবিন্দর সিংয়ের ছয় সহ-অভিযুক্তই ধারা ৩২৪/১৪৯ আইপিসি এবং ধারা ৩২৩/১৪৯ আইপিসি এর অধীনে

vi) অভিযুক্ত লাভা সিং ধারা ৩২৪ আইপিসির অধীনে

vii) ছয় সহ-অভিযুক্তের সবাই ধারা ৩২৪/১৪৯ আইপিসির অধীনে

viii) অভিযুক্ত অবতার সিং ধারা ৩২৬ আইপিসির অধীনে

ix) অভিযুক্তদের ছয় সহ-অভিযুক্তের সকলেই অবতার সিং ধারা ৩২৬/১৪৯ আইপিসির অধীনে

x) অভিযুক্ত মনজিৎ সিং ধারা ৩২৪ আইপিসির অধীনে

xi) অভিযুক্ত মনজিৎ সিংয়ের ছয় সহ-অভিযুক্তের সবাই" ধারা ৩২৪/১৪৯ আইপিসির অধীনে

৪.১. উপরোক্ত উপসংহার অনুসারে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ বিভিন্ন সাজা দেওয়া হয়েছিল।

৫. দোষী সাব্যস্ত করার আদেশের বিরুদ্ধে, আপিলকারী এবং সহ-অভিযুক্তরা হাইকোর্টে পৃথক আপিল করেন এবং আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, আপিলকারী মনজিৎ সিং, প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্তের দণ্ড স্থগিত করা হয়।

এরপর, ২৪.০৭.২০০৭ তারিখের এক আদেশে, পাঞ্জাবের তৎকালীন মাননীয় রাজ্যপাল, ভারতের সংবিধানের ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আপিলকারী মনজিৎ সিং এবং দুই সহ-অভিযুক্ত প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্তকে ক্ষমা করেন; এবং তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। ক্ষমা প্রদানের এই আদেশটিকে ২০০৮ সালের ২১৪৭ নং রিট আবেদনের মাধ্যমেও উচ্চ আদালতে বিরোধিতা করা হয়েছিল যা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিলের সাথে বিবেচনা করার জন্য নেওয়া হয়েছিল। চূড়ান্ত সাধারণ রায় এবং তারিখের ১১.০৩.২০০৮ আদেশ পাস করার সময়, হাইকোর্ট, এখানে আপিলকারী এবং সহ-অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা যুক্তিগুলি বিবেচনা করার পরে, প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্তকে সন্দেহের সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি, এখানে আপিলকারী সহ অন্যান্য পাঁচ অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করার সময় ক্ষমা[৫] প্রদানের আদেশটিও স্থির করেছে, যা নিম্নরূপঃ-

''২৩. আমরা মনে করি যে, সুখবিন্দর সিং, লাভ সিং, বখতৌর সিং, অবতার সিং এবং মনজিৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের মামলা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে নারায়ণ দত্ত এবং প্রেম কুমার সন্দেহের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

২৪. পিডব্লিউএস রাজিন্দর পাল সিং বিয়ন্ত সিংয়ের বিবৃতিতে দেওয়া বক্তব্যকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছেন যার ভিত্তিতে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। তিনি সমস্ত অভিযুক্তের ভূমিকা নিশ্চিত করেছেন। ঘটনা দিনের আলোয় ঘটেছিল। অভিযুক্তের পরিচয় সাক্ষীদের জানা ছিল। রাজিন্দর পাল সিং মৃত দলীপ সিংয়ের ভাগ্নে। এফআইআর তাত্ক্ষণিক ছিল। অভিযুক্ত মৃত এবং সাক্ষীদের উপর যেভাবে অভিযোগ করেছে তাতে কোনও অসম্ভবতা নেই। পিডব্লিউ৫ রাজিন্দর পাল সিংয়ের প্রমাণের মধ্যে কোনও গুরুতর দুর্বলতা নেই। তার বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য। অভিযুক্তদের মধ্যে পাঁচজন অস্ত্র নিয়ে এসেছিল বলে আক্রমণটি স্পষ্টভাবে পুনরায় মধ্যস্থতা করা হয়েছিল।

[৫] আবেদনকারী মনজিৎ সিং-কে ক্ষমা করার জন্য পাঞ্জাবের রাজ্যপালের জারি করা আদেশ বাতিল করে ১১.০৩.২০০৮ তারিখের সাধারণ রায়ের এই অংশটিকে পৃথকভাবে এই আদালতে ২০০৮ সালের এসএলপি (সি) নং ১১৫৪ থেকে উদ্ভূত ২০১১ সালের সিএ নং ২০৫৮-৫৯-তে বিরোধিতা করা হয়েছিল। ২৪.০২.২০১১-এ, এই আদালত বিষয়টি আইন অনুসারে নতুন করে বিবেচনার জন্য পাঞ্জাবের রাজ্যপালের কাছে প্রেরণ করে। শুনানি চলাকালীন আমাদের জানানো হয়েছিল যে এই রিমান্ডের পরে কোনও নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যাই হোক না কেন, বর্তমান আপিলের বিষয়বস্তু আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা প্রদানের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায়, ক্ষমা প্রদানের বিষয়টিতে আর কোনও বিস্তৃতি এখানে প্রয়োজন নেই।

তার সংস্করণটি সম্পূর্ণরূপে পিডব্লিউ৬ গুরনাম সিং দ্বারা সমর্থিত। যদিও, দীর্ঘ জেরা করা হয়েছে, তাদের সাক্ষ্য অচল রয়ে গেছে। উক্ত সাক্ষীদের সংস্করণটি যথাযথভাবে চিকিৎসা প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা বিচার আদালতের পর্যবেক্ষণের সাথে একমত নই যে বিয়ন্ত সিংয়ের প্রমাণের উপর নির্ভর করা যেতে পারে। বিয়ন্ত সিংয়ের প্রমাণ বাদ দিয়ে, যিনি জেরা করার আগে মারা গিয়েছিলেন, কোনওভাবেই রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে প্রভাবিত করে না।

২৫. পিডব্লিউএস রাজিন্দর পাল সিং-এর বক্তব্যের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে মনজিৎ সিং সহ-অভিযুক্তকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি একটি 'কির্চ' দিয়ে সজ্জিত ছিলেন। 'কির্চ'-এর কেবল পুনরুদ্ধার না করা কোনও ফলাফল নয় 'একবার উপদেশ দেওয়া এবং আক্রমণের কারণ হিসাবে তাঁর অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠিত হলে... তাঁর ভূমিকা রাজিন্দর পাল সিং পিডব্লিউ ৩-এর পরীক্ষার মেডিকেল প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুটি আঘাত ছিল। মনজিৎ সিং কেবল একটি আঘাতই দেননি, বরং রাজিন্দর পাল সিং-কে আঘাতও করেছিলেন। পিডব্লিউ-৫ রাজিন্দর পাল সিং মনজিৎ সিং-কে জড়িত করার ক্ষেত্রে কোনও ভুল করতে পারতেন না। যুক্তি যে' মনজিৎ সিং-কে শত্রুতার কারণে জড়িত করা হয়েছিল, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা সর্বজনবিদিত যে, শত্রুতা একটি দ্বিমুখী অস্ত্র এবং একই কারণে মনজিৎ সিংয়ের উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। তাঁর ভূমিকা সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথভাবে প্রমাণিত। তিনিই প্রথম আক্রমণ শুরু করেছিলেন।''

৫.১. হাইকোর্ট, প্রতিরক্ষা প্রমাণ পরীক্ষা করার পরে, এছাড়াও নথির অন্যান্য উপাদানগুলি, আপিলকারী মনজিৎ সিংয়ের আলিবির আবেদন সহ প্রতিরক্ষা যুক্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে, নিম্নলিখিতঃ

''৩২. আমরা এই যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না যে, দিলীপ সিং-এর মৃত্যু বখতৌর সিং-এর আঘাতের কারণে নয়, বরং কেবল অস্ত্রোপচারের আঘাতের কারণে বা সাধারণ প্রক্রিয়ায় দিলীপ সিং-এর মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট আঘাত ছিল না। এটা স্পষ্ট যে, দিলীপ সিং-এর মৃত্যু অভিযুক্ত বখতৌর সিং-এর আঘাতের কারণে হয়েছিল। মৃত্যুর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে অনুমান করা যেতে পারে। সুখবিন্দর সিংও দিলীপ সিং-কে আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু তিনি মাথার পরিবর্তে হাতে আঘাত পেয়েছিলেন। যদিও লাভ সিং এবং অবতার সিং যথাক্রমে বিয়ন্ত সিং এবং গুরনাম সিংকে আহত করেছিলেন, তবুও তারা পরিণতির দায় এড়াতে পারেন না, যা তারা দলীপ সিংকে আঘাতের ক্ষেত্রে সহজেই অনুমান করতে পারতেন।

অভিযুক্ত মনজিৎ সিং-এর ক্ষেত্রেও একই অবস্থান। মনজিৎ সিং-এর দ্বারা উত্থাপিত আলিবির আবেদন গ্রহণ করার জন্য কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। সুতরাং সুখবিন্দর সিং, লাভ সিং, অবতার সিং, বখতৌর সিং এবং মনজিৎ সিং-এর দোষী সাব্যস্ত করতে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই।''

৫.২. দোষী সাব্যস্তকরণ এবং আপিলকারী সহ অভিযুক্ত পাঁচজনের সাজা বহাল রাখার পর, উচ্চ আদালত আবেদনকারী মনজিৎ সিং-কে ক্ষমা প্রদানের আদেশের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে এবং সেই বিষয়ে, ক্ষমা/ক্ষমা প্রদানের ক্ষমতা এবং তার বিচারিক পর্যালোচনা সম্পর্কিত মামলা আইনের বিশদ সমীক্ষার পরে, দেখা গেছে যে বর্তমান মামলায়, ক্ষমতাটি কেবল অনুভূত জনমতের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল যা স্পষ্টভাবে অগ্রহণযোগ্য ছিল। তবে, যেমনটি এখানে আগে দেখা গেছে, বিষয়টির এই দিকটির এখানে আর সম্প্রসারণের প্রয়োজন নেই।

৬. উপরোক্ত রায় ও আদেশ প্রদান করে, তাদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং প্রদত্ত সাজা বহাল রেখে, আপিলকারীরা বর্তমান আপিলগুলি পছন্দ করেছেন।

৬.১ আপিলকারী মনজিৎ সিং-এর বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, আপিলকারীর ক্ষেত্রে, প্রমাণে এটি যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না; এবং বিশেষ করে ডিডাবলু-৯-এর বিবৃতির উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, ঘটনার দিন, আপিলকারী মনজিৎ সিং সকাল ১১.৩০ মিনিটে বার্নালা কোর্ট কমপ্লেক্স থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ধানের গ্রামে সাক্ষীর সামনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাই, সকাল ১১.১৫ মিনিটে অপরাধস্থলে তার উপস্থিতি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে বিচার আদালত এবং হাইকোর্টও যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ না করে আলিবির আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এর ফলে ন্যায়বিচারের গুরুতর ব্যর্থতা ঘটেছে। বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে হাইকোর্ট এই সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে মৃত ব্যক্তির পরিবার এবং আপিলকারীর মধ্যে পূর্বের শত্রুতা ছিল যার কারণে তাকে উক্ত মামলায় জড়িত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, ল্যামড কাউন্সেল বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে পিডব্লিউ-৫ রাজিন্দর সিং হলেন জগরাজের ভাই, যিনি উপরোক্ত ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় জড়িত ছিলেন, যা আপিলকারী মনজিৎ সিং দ্বারা নিবিড়ভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছেন যে অভিযুক্তদের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি; কোনও স্বাধীন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি; এবং তারপরে, আপিলকারীর নির্দেশে কোনও অপরাধমূলক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়নি। অতএব, অভিযুক্ত আইনজীবী অনুসারে, আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ত করা ন্যায়সঙ্গত নয়। বিজ্ঞ আইনজীবী সিকন্দর সিং ও অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্যঃ (২০১০) ৭ এসসিসি ৪৭৭ এবং সুবল ঘোরাই বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যঃ (২০১৩) ৪ এসসিসি ৬০৭।

৬.২ আপিলকারী সুখবিন্দর সিং-এর আইনজীবী বলেছেন যে, চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণের পাশাপাশি চক্ষুগত সংস্করণেও বস্তুগত দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং যে কোনও ক্ষেত্রেই, বেআইনি সমাবেশ গঠনের জন্য ১৪১ পিসি ধারার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং অতএব, আইপিসি-র ধারা ১৪৯-এর সহায়তায় ধারা ৩০২-এর অধীনে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা ন্যায়সঙ্গত নয়। অভিযুক্ত আইনজীবীর মতে, এই আপিলকারীর বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ হল যে তিনি মৃত দলীপ সিং-এর ছোট আঙুলে সাধারণ আঘাত করেছিলেন এবং পিডব্লিউ-৫ রাজিন্দর পাল সিং-কে আঘাত করার জন্য কৃপাণের হাতলটি ব্যবহার করেছিলেন এবং এই অভিযোগের ভিত্তিতে, এই আপিলকারীর বিরুদ্ধে মামলাটি আইপিসি-র ৩২৪ এবং ৩২৩ ধারার অপরাধের বাইরে যেতে পারে না, যার জন্য তিনি ইতিমধ্যে ৪ বছর ১০ মাসেরও বেশি সময় ধরে কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, বিজ্ঞ আইনজীবী গোবিন্দ সিং বনাম ছত্তিশগড় রাজ্যঃ (২০১৯) ৭ স্কেল ২০-এর সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

৭. এর বিপরীতে, রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করাকে সমর্থন করেছেন এই যুক্তি দিয়ে যে, বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট আবেদনকারীদের দ্বারা উত্থাপিত প্রতিটি যুক্তি নিয়ে কাজ করেছে এবং বিতর্কিত রায়গুলি কোনও দুর্বলতায় ভুগছে না যাতে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো যায়। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেছেন যে, আবেদনকারী মনজিৎ সিং কেবল রাজিন্দর পাল সিং-এর ব্যক্তিকে আঘাত করেননি, বরং হামলার আগে অভিযুক্ত পক্ষকে প্ররোচিত করেছিলেন এবং নথির স্পষ্ট প্রমাণের মুখে, আবেদনকারী মনজিৎ সিং দ্বারা ব্যবহৃত কির্চ পুনরুদ্ধারের অভাব তাকে দোষমুক্ত করবে না। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছেন যে যখন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা, তাদের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন, মারাত্মক অস্ত্র এবং দিয়ে সজ্জিত ছিল আহত ব্যক্তিদের একই সাথে আঘাত করে, সাধারণ উদ্দেশ্যের সাথে একটি বেআইনী সমাবেশ গঠনের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান প্রতিষ্ঠিত হয়। দোষ স্বীকারের আবেদনের বিষয়ে, বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে এই আবেদনটি কখনই রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের কাছে প্রস্তাবিত হয়নি এবং ৩১৩ ধারা ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে জবানবন্দিতেও গ্রহণ করা হয়নি; এবং এই বিষয়ে উপস্থাপিত সাক্ষীদের যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং বিচার আদালতএবং হাইকোর্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের পরে বাতিল করা হয়েছে।

সাহাবুদ্দিন ও অন্যান্যরা বনাম আসাম রাজ্যঃ (২০১২) ১৩ এস. সি. সি. ২১৩ সহ কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করেছেন উত্তরদাতার বিজ্ঞ আইনজীবী।

৮. পক্ষগুলির পক্ষ থেকে প্রেরিত পরামর্শ শোনার পর এবং নথিতে রাখা উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করার পর, আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে এই উভয় আবেদনই ভিত্তিহীন এবং আবেদনকারীদের অনুরোধে হস্তক্ষেপের কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি।

<u>দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির খালাস</u>

৯. বিবেচনার জন্য বিষয়টির অন্যান্য দিকগুলি গ্রহণ করার আগে, প্রাসঙ্গিক কারণগুলির মধ্যে একটি লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক হবে যে যদিও এই মামলায় অভিযুক্ত প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্তকে খালি হাতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং কোনও ব্যক্তিকে কোনও আঘাত করার ভূমিকা দেওয়া হয়নি, তবে বিচার আদালত এটিকে একটি সাধারণ উদ্দেশ্যের মামলা বলে মনে করেছিল এবং এই দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইপিসি ধারা ১৪৮ এবং আইপিসি ধারা ১৪৯-এর সহায়তায় অন্যান্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। হাইকোর্ট, যদিও সমস্ত বস্তুগত দিক সম্পর্কে নথিতে থাকা উপাদানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পরে বিচার আদালতের সাথে একমত হয়েছিল, তবে এই দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উপসংহারে, তার আলোচনার অংশটি নীচের হিসাবে পর্যবেক্ষণ করার সময় তাদের সন্দেহের সুবিধা প্রসারিত করতে এগিয়ে যায়ঃ-

''৩৮. প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্তের ক্ষেত্রে, যারা খালি হাতে ছিল, তাদের মৃত ব্যক্তিকে ধরার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। যদি এটি ধরে নেওয়া যায় যে তারা বেআইনী সমাবেশের সদস্য ছিল, এমনকি যদি তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রকাশ্য আইন প্রমাণিত না হয়, তবে তারা হত্যার জন্য দায়বদ্ধ হবে। তবে, আমাদের মতামত যে বাস্তব প্রমাণের অভাবে, তাদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়া উচিত।”

৯.১ যদিও উপরোক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্তকে সন্দেহের সুবিধার্থে খালাস দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের খালাসকে বিরোধিতা করা হয়নি, তবে এই সত্যটি নিজেই আপিলকারী সহ অন্য পাঁচ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ মামলার উপর কোনও প্রশমনকারী প্রভাব ফেলবে না। এটা এখনও স্বাভাবিক যে সহ-অভিযুক্তদের খালাস দেওয়াই অন্য অভিযুক্তদের খালাস দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

যদিও সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মূল প্রমাণ একই, তবুও তাদের মধ্যে কয়েকটির খালাস এমন কোনও পরিণতির দিকে পরিচালিত করে না যে অন্য অভিযুক্তদেরও খালাস দেওয়া দরকার [দেখুন ইয়ানব শেখ ওরফে গাগু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যঃ (২০১৩) ৬ এস. সি. সি ৪২৮ এবং দলবীর সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্যঃ (২০০৮) ১১ এস. সি. সি ৪২৫]। সামগ্রিকভাবে প্রমাণ গ্রহণের পরে, খালাসপ্রাপ্ত অভিযুক্তের মামলাটি অন্যের বিরুদ্ধে তার থেকে আলাদা করা যেতে পারে, তবুও এই ধরনের অন্যান্য অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে। এটি লক্ষণীয় যে, কথিত অভিযুক্ত প্রেম কুমার ও নারায়ণ দত্তের ক্ষেত্রেও হাইকোর্ট খালাস নথিভুক্ত করেনি, বরং তাদের কেবল সন্দেহের সুবিধা দিয়েছে, কারণ তাদের উপর কোনও স্পষ্ট আক্রমণ করা হয়নি এবং তারা কোনও অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত ছিল না। এমনকি প্রেম কুমার ও নারায়ণ দত্তের জড়িত থাকার বিষয়টিও তাদের দেওয়া অনিশ্চিত ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহজনক বলে মনে করা হয়, এটি বলা যায় না যে রাষ্ট্রপক্ষ মামলার পুরো মূল অংশটি হারিয়ে গেছে, বা এমনকি নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষ মামলা

১০. আমরা এখন নথিভুক্ত প্রাসঙ্গিক-প্রমাণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করতে পারি।

১০.১. আহত প্রত্যক্ষদর্শী পিডব্লিউ-৫ রাজিন্দর পাল সিং এবং পিডব্লিউ-৬ গুরনাম সিং-এর সাক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বস্তুগত অভিযোগের রাষ্ট্রপক্ষের মামলা। পিডব্লিউ-৫ রাজিন্দর পাল সিং বিয়ন্ত সিং-এর প্রাথমিক সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যার ভিত্তিতে তাঁর এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই সাক্ষী এই ঘটনায় প্রত্যেক অভিযুক্তের ভূমিকার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই সাক্ষীকে অসম্মান করার জন্য জেরা থেকে কোনও উপাদান বেরিয়ে আসেনি। অবশ্যই, জেরায় একটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে তিনি ৩০.০৯.২০০২ তারিখে সাব-জেল বার্নালায় গিয়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ২০,০০০/- টাকা দাবি করেছিলেন, যা তিনি অস্বীকার করেন। প্রতিরক্ষা প্রমাণ হিসাবে কয়েকজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়েছিল যে এই সাক্ষী পিডব্লিউ-৫ সাব-জেল বামালায় গিয়েছিলেন। যাইহোক, এটা মেনে নেওয়া খুব কঠিন যে এই ধরনের পরিদর্শনের কারণে সাক্ষী বেআইনী বিবেচনা করে মিথ্যা জবানবন্দি দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এই সাক্ষীটি অন্যথায় আবেদনকারীদের দ্বারা আগ্রহী সাক্ষী হিসাবে অসম্মানিত হওয়া উচিত, যিনি উক্ত ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একজনের ভাইকে অনুসরণ করেছিলেন, যা আপিলকারী মনজিৎ সিং দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল। এই সাক্ষীও এই ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি আপিলকারী মনজিৎ সিংয়ের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছিলেন।

এই ধরনের বাস্তব পরিস্থিতির মুখে, এই সাক্ষী বেআইনি বিবেচনার জন্য তাদের সমর্থন করার যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা কেবল ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট একই সাথে তার সাক্ষ্যকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছে; এবং আমরা এই বিষয়ে কোনও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

১০.২ পিডব্লিউ-৬ গুরনাম সিংয়ের ঘটনার বর্ণনাও এফআইআরে ঘটে যাওয়া সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পিডব্লিউ-৫ রাজিন্দর পাল সিংয়ের বিবৃতিতেও ঘটেছিল। তিনি একই ঘটনায় একজন আহত ব্যক্তি ছিলেন এবং এই সাক্ষীকে অবিশ্বাস বা অসম্মান করার মতো কোনও নথি নেই,

১০.৩. যতদূর পর্যন্ত বিষয়টির চিকিৎসা-আইনি দিকের কথা বলা যায়, পিডব্লিউ-১ ডাঃ সুভাষ সিঙ্গলা, যিনি ঘটনার পরপরই আহত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করেছিলেন, তিনি সংশ্লিষ্ট আঘাতের প্রতিবেদনগুলি প্রমাণ করেছেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, মৃত দলীপ সিং-এর ব্যক্তির উপর একাধিক আঘাতের প্রমাণ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ভোঁতা অস্ত্র থেকে তিনটি এবং ধারালো অস্ত্র থেকে একটি আঘাত। তিনি গুয়াম সিং-এর বিষয়েও সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি অন্যান্য আঘাতের পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র থেকে একটি আঘাত পেয়েছেন; এবং রাজিন্দর পাল সিং-এর তিনটি আঘাত রয়েছে, যার মধ্যে দুটি ধারালো অস্ত্র থেকে হয়েছে। পিডব্লিউ-৭ ডাঃ যশবীর সিং দলীপ সিং-এর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করেছেন এবং মাথার নিচের হিমোটোমা পাওয়া গেছে; এবং হিমোটোমা পরিষ্কার করার পরে একটি ফ্র্যাকচার পাওয়া গেছে। এই সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তাঁর পরীক্ষা অনুসারে, মৃত্যুর কারণ ছিল মাথায় আঘাতের ফলে রক্তক্ষরণ এবং শক।

১০.৪. ঘটনাগুলি প্রতিষ্ঠিত করে যে, মৃত ব্যক্তি এবং অভিযোগকারী পক্ষের অন্যান্য সদস্যরা ধারালো অস্ত্র (এবং ভোঁতা বস্তু) থেকে গুরুত্বপূর্ণ শরীরের অঙ্গগুলি সহ অনেক এবং একাধিক আঘাত পেয়েছিলেন। এটিও প্রতিষ্ঠিত হয় যে দিলীপ সিং মাথায় গুরুতর আঘাতের কারণে মারা গিয়েছিলেন। যদিও তিনি ঘটনার তারিখ থেকে ৯ দিন পরে মারা গিয়েছিলেন কিন্তু ক্রমাগত হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এবং কখনও কোনও বিবৃতি দেওয়ার মতো অবস্থানে ছিলেন না। অভিযোগকারী পক্ষের উপর পরিকল্পিত এবং দৃঢ় আক্রমণের মাধ্যমে অভিযুক্ত পক্ষের দ্বারা প্রশ্ন করা আঘাতগুলি যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচার আদালত এবং হাইকোর্টের সমবর্তী অনুসন্ধানগুলি যথাযথ থাকে এবং কোনও দুর্বলতায় ভুগছে বলে মনে হয় না।

প্রতিরক্ষা সংস্করণ এবং প্রমাণ

১১. প্রতিরক্ষা প্রমাণ থেকে উদ্ভূত বৈশিষ্ট্যগুলিও লক্ষ্য করা উপযুক্ত হবে। সব মিলিয়ে ১৩ জন সাক্ষীকে প্রতিরক্ষায় পরীক্ষা করা হয়েছিল। আবেদনকারী মনজিৎ সিংয়ের আলিবির আবেদন সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সাক্ষীদের গ্রহণ করার আগে, আমরা সংক্ষেপে অন্যান্য প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের উল্লেখ করতে পারি।

১১.১. প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, ডিডাব্লু-১ ডাঃ অতুল কে সিং এবং ডিডাব্লু-১২ দর্শন কুমারকে এই দাবির সমর্থনে পরীক্ষা করা হয়েছিল যে সাক্ষী রাজেন্দ্র সিং মুলাকাত রেজিস্টারে প্রাপ্ত এন্ট্রি অনুসারে সাব-জেল বামালায় গিয়েছিলেন; এবং ডিডাব্লু-৭ গুরচরণ সিংকে প্রমাণ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল, সমন এক্স-ডি-আই-তে সাক্ষী রাজেন্দ্র পাল সিংয়ের স্বাক্ষর।

১১.২. আরেকজন প্রতিরক্ষা সাক্ষী ছিলেন ডিডাব্লু-৫ লাখবিন্দর সিং, যিনি প্রাসঙ্গিক সময়ে পুলিশ সুপার (ডি) বার্নালার পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সাক্ষী অনুসারে, তাঁর কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যে মনজিৎ সিং, প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্ত ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষী প্রদর্শনী ডিএ-কে পাঠিয়েছিলেন যে সুরেন্দ্র পাল সিং দ্বারা পরিচালিত তদন্তে, এস. এইচ. ও বামনালা, মনজিৎ সিং, প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্ত ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। এই সাক্ষ্যটি কেবল অপ্রাসঙ্গিকই ছিল না, বরং সম্পূর্ণ অযৌক্তিকও ছিল। যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে, প্রাথমিকভাবে, তদন্তকারী সংস্থা আপিলকারী মনজিৎ সিং এবং উক্ত অভিযুক্ত প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্তকে অব্যাহতি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিচার আদালত, ১৯.০৯.২০০১ তারিখের তার আদেশে, এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য ধারা ৩১৯ সিআরপিসির অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। এমনকি রাষ্ট্রপক্ষ আবেদনকারী মনজিৎ সিং এবং উক্ত প্রেম কুমার ও নারায়ণ দত্তের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিচার আদালত তার ০৯.১১.২০০২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছিল; এবং বিচার আদালতের এই আদেশকে বিরোধিতা করার প্রচেষ্টাও এই আদালত পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এমন অবস্থানে, যেখানে তদন্তের ফলাফলে বর্ণিত মতামত এই ব্যক্তিদের বিচার বিভাগীয় আদেশ দ্বারা বাতিল হয়ে গিয়েছিল, সেখানে এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল যে ডিডাব্লু-৫-এর সাক্ষ্যের মাধ্যমে এই ধরনের একটি বাতিল মতামতের উপর নির্ভর করা হয়েছিল, যদিও এই মতামত এবং এই সাক্ষী [প্রদর্শনী ডিএ] দ্বারা প্রেরিত প্রতিবেদনে যা কিছু বলা হয়েছে তা তাদের মুখের মূল্যের উপর নেওয়া হয়, তবে তাদের উপর কিছুই চাপিয়ে দেওয়া হয় না।

১১.৩. অভিযুক্ত প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্তের আলিবির আবেদনের বিষয়ে প্রতিরক্ষা দ্বারা পরীক্ষিত অন্য তিন সাক্ষীর [ডিডাব্লু-১০, ডিডাব্লু-১১ এবং ডিডাব্লু-১৩] সাক্ষ্য বর্তমান উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক নয়।

আপিলকারী মনজিৎ সিংয়ের দায়মুক্তির আবেদন

১২. আপিলকারী মনজিৎ সিং-এর পক্ষে মূল যুক্তি হল, তিনি অপরাধস্থলে অর্থাৎ ০৩.০৩.২০০১ তারিখে সকাল ১১.১৫ মিনিটে বার্নালা কোর্ট কমপ্লেক্সের ভেতরে উপস্থিত ছিলেন না; এবং প্রকৃতপক্ষে, তিনি সংশ্লিষ্ট তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে ধানের গ্রামে সাক্ষী ডিডাবলু-৯-এর সাথে ছিলেন। সম্পূর্ণ নথি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করার পরে, বিচার আদালত এই পরামর্শটি প্রত্যাখ্যান করেছে। হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই দোষ স্বীকার করার আবেদন গ্রহণ করার জন্য রেকর্ডে কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছিল না। নথি পরীক্ষা করে, আমরা সন্তুষ্ট যে বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট নথিভুক্ত থাকা প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়নের পরে এই ধরণের ভিত্তিহীন আবেদন যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

১২.১ আবেদনকারী মনজিৎ সিং-এর আলিবির আবেদনে দুটি মৌলিক এবং বরং মারাত্মক ত্রুটি রয়েছেঃ প্রথমত, আহত প্রত্যক্ষদর্শী পিডব্লিউ-৫ এবং পিডব্লিউ-৬ সহ প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষীদের কাছেও এই ধরনের আবেদন করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, এবং উল্লেখযোগ্যভাবে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে তাঁর নিজের বিবৃতিতে, আপিলকারী মনজিৎ সিং, এমনকি বিস্তারিত দাবি করার সময়ও যে দর্শন সিংয়ের কন্যার উক্ত ধর্ষণ ও হত্যা মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগকারী পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য তাঁকে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল; এবং পূর্ববর্তী পুলিশ প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করার সময় যেখানে তাঁকে খালাস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের চেষ্টা করা হয়েছিল, এমনকি দূরবর্তীভাবেও বলা হয়নি যে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না এবং প্রাসঙ্গিক সময়ে তিনি অন্য কোথাও উপস্থিত ছিলেন। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে আবেদনকারী মনজিৎ সিংয়ের দেওয়া বিবৃতির প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ-

"প্রশ্ন ১৯. আর কিছু বলার আছে?

উত্তর- আমি নির্দোষ। এই বিষয়ে এসএইচও/পিএস কোতোয়ালি, বার্নালা এবং পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তদন্ত করেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই একমত হয়েছিলেন যে বর্তমান মামলাটি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং আমাকে ২ নং কলামে রাখা হয়েছে। রাজ্যের পক্ষে অতিরিক্ত পি.পি. আমার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের জন্য ৩২১ সিআর.পি.সি. ধারার অধীনে একটি আবেদন করেছিলেন কারণ উক্ত মামলাটি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে দায়ের করা হয়েছে কিন্তু বার্নালার বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রী এস.এস. গুপ্তা তা খারিজ করে দেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে রাজ্য মাননীয় হাইকোর্টে আপিল দায়ের করে যা এখনও বিচারাধীন এবং কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।

অভিযোগকারী পক্ষটি মহল কালান শহরের সবচেয়ে বড় বাড়িওয়ালার দল, যেখানে একটি থানাও রয়েছে। তারা কেকে* নামে একটি মেয়েকে ধর্ষণ করার পরে হত্যা করেছিল। বলেন কেকে* ছিলেন দর্শন সিংয়ের মেয়ে, যিনি একজন প্রতিবন্ধী শিক্ষক ছিলেন এবং একজন দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। আমি উক্ত মামলায় প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম এবং অভিযোগকারী পক্ষ তাকে প্রতিরক্ষা সাক্ষী হিসাবেও উল্লেখ করেছিল কিন্তু সে তাদের মতে সাক্ষ্য দেয়নি এবং সত্য কথা বলেছিল, অভিযোগকারী পক্ষ তার বিরুদ্ধে বিরক্ত হয়েছিল। আমি এবং প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্ত এই কে কে *-এর মামলাটি চালাচ্ছিলাম, যার কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না এবং সেই ক্ষেত্রে অভিযোগকারী পক্ষের কিছু লোককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগকারী পক্ষ বড় জমিদার হওয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে বর্তমান মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। প্রায় ৮০ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধকে ধরার দরকার ছিল না। ডাক্তারের মতে তিনি কেবল একটি আঘাত পেয়ে পড়ে যেতেন কারণ তিনি বার্ধক্য এবং দুর্বল দেহের ছিলেন। দুজন ব্যক্তির দ্বারা তাকে ধরার দরকার ছিল না। অন্য অভিযুক্তদের সাথে আমাদের কোনও বন্ধুত্ব বা শত্রুতা নেই। আমি নির্দোষ এবং অভিযোগকারী পক্ষ প্রচুর অর্থ ও জমির জোরে আমাকে এই মামলায় মিথ্যাভাবে ফাঁসিয়েছে। অন্য চার আসামির চেয়ে আমার আলাদা বাসস্থান এবং আলাদা পেশা রয়েছে।"

১২.২. প্রতিরক্ষা প্রমাণ, ডিডাব্লু-২ সুখবিন্দর সিংকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল যে ডিডাব্লু-৩ জোরা সিংকে গাড়িতে চালক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে বিচারাধীনদের বামালা আদালত কমপ্লেক্সে আনা হয়েছিল। সাক্ষী ডিডাব্লু-৩ বলেছেন যে ০৩.০৩.২০০১ তারিখে, তিনি উক্ত গাড়িতে চালক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন; সকাল প্রায় ১১ টার দিকে, তিনি হট্টগোল শুনতে পান এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছান যেখানে ৪/৫ জন ব্যক্তি ৪/৫ জনকে আহত করছেন; এবং অভিযুক্ত নারায়ণ দত্ত, প্রেম কুমার এবং মনজিৎ সিং তার পরিচিত ছিলেন এবং তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। ডিডাব্লু-৬ অমরজিৎ সিং বলেছেন যে তিনিও বার্নালায় আদালত কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত ছিলেন; পক্ষগুলির মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল, যার ফলে তিনি পক্ষগুলিকে আলাদা করে কৃপাণগুলি সংগ্রহ করেছিলেন; অভিযুক্ত মনজিৎ সিং, প্রেম কুমার এবং নারায়ণ তার পরিচিত ছিলেন এবং এই ব্যক্তিরা যেখানে ঝগড়া হয়েছিল সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

ডিডাব্লু-৪ আইনজীবী গুরচরণ সিং ধালিওয়াল, নিজেকে প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করে বলেছেন যে ৩/৪ জন ব্যক্তি ৩/৪ জনকে আহত করেছেন; এবং তিনি অভিযুক্ত প্রেম কুমার, নারায়ণ দত্ত এবং মনজিৎ সিংকে ক্ষতিগ্রস্তদের আহত করতে দেখেননি। ডিডাব্লু-৮ আইনজীবী জে.এন. শর্মা বলেছেন যে কনস্টেবল অমরজিৎ সিং-এর ভূমিকার জন্য বার থেকে এসএসপি বার্নালার কাছে একটি প্রশংসাপত্র পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তিনি ঘটনার সঠিকতা যাচাই করেননি।

১২.৩. আপীলকারী মনজিৎ সিং-এর আবেদন সম্পর্কে, এই বিষয়ে যে সরাসরি সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়েছে, তিনি হলেন ডিডব্লিউ-৯ কুলবন্ত সিং, যিনি পঞ্চায়েতের সদস্য বলে জানা গেছে। এই সাক্ষী জানিয়েছেন যে ০৩.০৩.২০০১ তারিখে, সকাল ১১.৩০ মিনিটে, আপিলকারী মনজিৎ সিং একজন মহিলা সদস্যের সাথে ধানের গ্রামে তার বাড়িতে রাস্তার স্তর নিয়ে আসেন এবং তিনি তাদের সাথে ঘটনাস্থলে যান। সাক্ষীর মতে, আপিলকারী মনজিৎ সিং সেই সময় বিভ্রান্ত হননি। এই সাক্ষী ০৩.০৩.২০০১ তারিখে, মনজিৎ সিং জেএমএফসি বার্নালার আদালতে বিচারাধীন একটি মামলায় হাজির হয়েছিলেন কিনা তা অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই সাক্ষী আপিলকারী মনজিৎ সিংয়ের কথিত মিথ্যা জড়িত থাকার বিষয়ে পঞ্চায়েত বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও আবেদন করেননি। এই সাক্ষী ডিডাব্লু-৯ এবং অন্যান্য সাক্ষীদের বেশিরভাগের আচরণ আলিবির আবেদনের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষায় পরীক্ষা করা হয়েছিল, খুব কমপক্ষে বলতে গেলে, অদ্ভুত এবং এতটাই অস্বাভাবিক ছিল যে কোনও আস্থা জাগিয়ে তুলতে পারে না।

১২.৪ ডিডাব্লিউ-৩ জোরা সিং এবং ডিডাব্লিউ-৬ অমরজিৎ সিং যথাক্রমে হেড কনস্টেবল এবং কনস্টেবল হিসাবে পুলিশ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তাদের সাক্ষ্য থেকে এতটাই স্পষ্ট যে একটি ঘটনা প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় অর্থাৎ আদালত প্রাঙ্গণে ঘটেছিল। তারা দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াইয়ে হস্তক্ষেপ করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে, এটি বরং অদ্ভুত বলে মনে হয় যে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং পুলিশ কর্মী হওয়া সত্ত্বেও, তারা অবিলম্বে থানায় বিষয়টি জানাতে যত্ন নেয়নি এবং আই. ও তাদের বক্তব্য গ্রহণ করতে পারেনি এবং রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষী হিসাবে উল্লেখ করতে পারেনি। ডিডাব্লিউ-৪ গুরচরণ সিং ধালিওয়াল, আইনজীবীর আচরণও সমানভাবে অস্বাভাবিক ছিল। যদি তিনি আদালত কমপ্লেক্সের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতেন, তাহলে একজন আইন পেশাদার হিসেবে তিনি বিষয়টি প্রতিবেদন করতেন না বা তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত না এমন কোনও কারণ ছিল না। মজার বিষয় হল, ডিডাব্লিউ-৪ ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছিল যে ৩/৪ জন ব্যক্তি ৩/৪ জনকে আহত করেছে, যেখানে ডিডাব্লিউ-৬ বলেছিল যে ৪/৫ জন ব্যক্তি ৪/৫ জনকে আহত করেছে।

জড়িত ব্যক্তিদের সংখ্যার মধ্যে এই অসঙ্গতি গুরুত্বহীন নয়। ডিডাব্লু-৪ এর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস করা এবং "৫" এর সংখ্যা এড়ানো ছিল যাতে মামলাটি আইপিসি ধারা ১৪৯ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া যায়। যাই হোক না কেন, এই তিন অভিযুক্ত ব্যক্তি মনজিৎ সিং, প্রেম কুমার এবং নারায়ণ দত্তকে ঘটনাস্থলে না দেখার নেতিবাচক পরামর্শটি রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত দৃঢ় এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণকে স্থানচ্যুত করে না। বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট যথাযথভাবে এই সাক্ষীদের সম্পূর্ণ অবিশ্বস্ত বলে বাতিল করে দিয়েছে।

১২.৫. প্রদত্ত তথ্য ও পরিস্থিতিতে, যেখানে প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের কাছে আলিবির আবেদনটি প্রস্তাব করা হয়নি; এবং, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে তাঁর নিজের বিবৃতিতে, আবেদনকারী মনজিৎ সিং বলেননি যে তিনি প্রাসঙ্গিক সময়ে সাইটে উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি অন্য কোথাও উপস্থিত ছিলেন, এই আবেদনটি কেবল একটি অপরিশোধিত চিন্তাভাবনা হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে এবং অন্য কিছু নয়। প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, সাক্ষী ডিডাব্লু-৯, কুলবন্ত সিংকে কেবল একটি বানানো সাক্ষী বলা যেতে পারে, যাকে সম্প্রতি প্রাসঙ্গিক সময়ে অন্য কোনও জায়গায় আবেদনকারী মনজিৎ সিংয়ের উপস্থিতির মামলা তৈরি করার জন্য পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের সাক্ষীকে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের জেরা করার মাধ্যমে এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে আপিলকারী মনজিৎ সিংয়ের আবেদনে নির্দিষ্ট দাবির মাধ্যমে এই ধরনের আবেদনের ভিত্তিতে গ্রহণ করা যেত না। এই সাক্ষীর দ্বারা এইভাবে করা দাবির সাথে সম্পর্কিত কোনও সমর্থনকারী উপাদান নেই, এটিও লক্ষণীয় যে আবেদনকারী যখন গ্রামের গিরির উক্ত ধর্ষণ ও হত্যার মামলাটি আন্তরিকভাবে অনুসরণ করছিলেন! এবং বিষয়টি আদালতে ০৩.০৩.২০০১-এ স্থির করা হয়েছিল, তখন তার আদালত কমপ্লেক্সে উপস্থিত থাকার সমস্ত কারণ ছিল যেখানে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। যে কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আবেদনকারী মনজিৎ সিংয়ের দ্বারা উপস্থাপিত আলিবির আবেদনটি ফাঁপা রয়ে গেছে এবং কেবল প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে।

<u>অন্যান্য বিতর্ক</u>

১৩. আপিলকারী মনজিৎ সিংয়ের পক্ষ থেকে অন্য যে যুক্তিটি করা হয়েছে যে অপরাধের অস্ত্র উদ্ধারের অভাবে অপরাধের সাথে তার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তা কেবল প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে, তদন্ত কর্মকর্তা প্রথমে অন্য চার অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রকাশ্য বিবৃতির উপর পুনরুদ্ধার করেছিল। আবেদনকারী মনজিৎ সিং সম্পর্কে, তদন্ত কর্মকর্তা এই দিকে এগিয়ে যেতে বেছে নিয়েছিল যে সে নির্দোষ ছিল এবং মিথ্যাভাবে জড়িত ছিল। এটিই আবেদনকারী মনজিৎ সিং দ্বারা ব্যবহৃত অপরাধের অস্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা-এর কোনও প্রচেষ্টা না করার মৌলিক কারণ বলে মনে হয়। যাইহোক, এই বাদ দেওয়ার বিষয়টি রাষ্ট্রপক্ষের মামলার উপর কোনও বিরূপ প্রভাব ফেলে না, যেখানে আপিলকারী মনজিৎ সিংয়ের বরং বিধানসভার নেতা হিসাবে জড়িত থাকা, যিনি উৎসাহের সাথে হামলা শুরু করেছিলেন এবং তারপরে হামলায় অংশ নিয়েছিলেন, সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৩.১. উপরন্তু, আবেদনকারী মনজিৎ সিংকে শত্রুতার জন্য মিথ্যাভাবে জড়িত করার প্রস্তাবের মধ্যে খুব কমই কোনও শক্তি রয়েছে। এই মামলার পরিস্থিতিতে, যদি তথাকথিত শত্রুতার কিছু বিবেচনা করা হয়, তবে এটি আবেদনকারী এবং তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে সমানভাবে কাজ করে, যেমন স্বীকারযোগ্যভাবে, আবেদনকারী উপরোক্ত ধর্ষণ ও হত্যার মামলাটি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করছিলেন এবং অভিযোগকারী পক্ষ উক্ত মামলায় অভিযুক্তদের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ছিল। শত্রুতার কারণটি কেবল অভিযোগকারী পক্ষের সদস্যদের উপর হামলা, হামলা এবং আঘাত করার সমাবেশের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের প্রতি রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটিকে সমর্থন দেবে।

১৩.২. একইভাবে, রাষ্ট্রপক্ষ মামলার সমর্থনে স্বাধীন সাক্ষীর অভাব সম্পর্কে জমা দেওয়া বক্তব্যও ভিত্তিহীন। এমন কোনও যুক্তি নেই যে প্রতিটি ফৌজদারি মামলায়, আহত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য তথাকথিত স্বাধীন সাক্ষী(দের) কাছ থেকে প্রমাণের প্রয়োজন। যখন আহত প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তখন সেই ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে, অবশ্যই, সমস্ত তথ্য এবং আশেপাশের কারণগুলি বিবেচনা করে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আহত প্রত্যক্ষদর্শীদের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কেবল এই কারণে বাতিল করা যায় না যে কোনও স্বাধীন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি।

<u>বেআইনি সমাবেশ এবং মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে দাঙ্গা</u>

১৪. উভয় আবেদনকারীর পক্ষ থেকে ইথাস তীব্রভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে বেআইনী সমাবেশ গঠনের জন্য আইপিসি ১৪১ ধারার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আইপিসি ধারা ১৪৯ এর সহায়তায় আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

১৪.১. ধারা ১৪১ আইপিসির প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচের হিসাবে কার্যকরভাবে বের করা যেতে পারেঃ-

''১৪১. বেআইনি সমাবেশ।-"বেআইনি সমাবেশ" মনোনীত করার জন্য পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ, যদি সেই সমাবেশটি রচনাকারী ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য হয়-

XXX XXX XXX

তৃতীয়ত-কোনও দুষ্টুমি বা ফৌজদারি অনধিকার প্রবেশ বা অন্যান্য অপরাধ করা; অথবা

XXX XXX XXX

ব্যাখ্যা-একটি সমাবেশ যা একত্রিত হওয়ার সময় বেআইনী ছিল না, পরবর্তীকালে একটি বেআইনী সমাবেশে পরিণত হতে পারে।''

১৪.২. ১৪৯ ধারা, যা সাধারণ বস্তুর বিচারে সংঘটিত অপরাধের জন্য বেআইনি সমাবেশের প্রতিটি সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করে, তা নিম্নরূপঃ-

"১৪৯. বেআইনি সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য সংঘটিত অপরাধের জন্য দোষী।-যদি কোন বেআইনি সমাবেশের কোন সদস্য কর্তৃক সেই সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারে কোন অপরাধ সংঘটিত হয়, অথবা সেই সমাবেশের সদস্যরা যেমন জানতেন যে সেই উদ্দেশ্যের বিচারে কোন অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, তাহলে সেই অপরাধ সংঘটনের সময়, একই সমাবেশের সদস্য থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের জন্য দোষী।''

১৪.৩. বেআইনি সমাবেশের উপাদান এবং এই ধরনের সমাবেশের প্রতিটি সদস্যের পরোক্ষ/গঠনমূলক দায়বদ্ধতার বিষয়ে এই আদালত যে নীতিগুলি তুলে ধরেছে এবং এফ ব্যাখ্যা করেছে সেগুলিও আমরা লক্ষ্য করতে পারি। সিকান্দার সিং (উপরে উল্লিখিত) এর ক্ষেত্রে, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ-

"১৫. এই বিধানের মূলত দুটি উপাদান রয়েছে যেমন (i) কোনও বেআইনি সমাবেশের কোনও সদস্য কর্তৃক অপরাধ সংঘটন, এবং (ii) এই ধরনের অপরাধ অবশ্যই সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারে সংঘটিত হতে হবে অথবা সেই সমাবেশের সদস্যরা যেমন জানতেন যে সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তেমন হতে হবে।

একবার যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে বেআইনি সমাবেশের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল, তখন বেআইনি সমাবেশ গঠনকারী সকল ব্যক্তিকে কোনও প্রকাশ্য কাজ করেছে বলে প্রমাণিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বিধানের অধীনে এই ধরনের বেআইনী সমাবেশের কোনও সদস্যের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য পরোক্ষ দায়বদ্ধতার উদ্দেশ্যে, ঘটনার ধারাবাহিকতার সময় সংঘটিত অপরাধের জন্য বেআইনী সমাবেশের অন্যান্য সদস্যদের দায়বদ্ধতা এই সত্যের উপর নির্ভর করে যে অন্যান্য সদস্যরা আগে থেকেই জানতেন যে প্রকৃতপক্ষে সংঘটিত অপরাধটি সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

*** *** ***

১৭. একটি "সাধারণ উদ্দেশ্য"-এর জন্য আক্রমণের আগে পূর্ববর্তী কনসার্ট এবং সাধারণ মনের মিলনের প্রয়োজন হয় না। বেআইনি সমাবেশের প্রতিটি সদস্যের যদি একই উদ্দেশ্য থাকে এবং তাদের সংখ্যা পাঁচ বা তার বেশি হয় এবং তারা সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সমাবেশ হিসাবে কাজ করে তবেই যথেষ্ট। একটি সমাবেশের" সাধারণ উদ্দেশ্য "এটি রচনাকারী সদস্যদের কাজ এবং ভাষা থেকে এবং আশেপাশের সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে। এটি সমাবেশের সদস্যদের দ্বারা গৃহীত আচরণের প্রক্রিয়া থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য, বেআইনি সমাবেশের প্রতিটি সদস্যের আচরণ, আক্রমণের আগে এবং পরে এবং তারপরে, অপরাধের উদ্দেশ্য, কিছু প্রাসঙ্গিক বিবেচ্য বিষয়। ঘটনার একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য কী তা মূলত একটি বাস্তব প্রশ্ন, সমাবেশের প্রকৃতি, সদস্যদের বহন করা অস্ত্র এবং ঘটনাস্থলে বা তার কাছাকাছি সদস্যদের আচরণ বিবেচনা করে নির্ধারণ করা উচিত। আইন অনুসারে এটি প্রয়োজনীয় নয় যে বেআইনি সমাবেশের সমস্ত ক্ষেত্রে, একটি বেআইনি সাধারণ উদ্দেশ্য সহ, একই জিনিসকে কার্যকর করা উচিত বা সফল হতে হবে।

১৮. মাসলতি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্যঃ এ. আই. আর. ১৯৬৫ এস. সি. ২০২ মামলায় এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে যেঃ (এ. আই. আর. পৃ. ২১১, অনুচ্ছেদ ১৭)

''১৭... ধারা ১৪৯ এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, যদি কোনও বেআইনি সমাবেশের কোনও সদস্য সেই সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য কোনও অপরাধ করে থাকেন, অথবা সেই সমাবেশের সদস্যরা জানেন যে সেই উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য দায়বদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে সেই অপরাধ করার সময় যে ব্যক্তি একই সমাবেশের সদস্য, তিনি সেই অপরাধে দোষী; এবং এটি জোরালোভাবে এই নীতিটি তুলে ধরে যে ধারা ১৪৯ দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি এক অর্থে পরোক্ষ এবং সর্বদা এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয় না যে অপরাধটি আসলে অপ্রীতিকর সমাবেশের প্রতিটি সদস্য দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।''

১৪.৪. সুবল ঘোরালের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে, এই আদালত, প্রধান মামলাগুলির একটি সমীক্ষার পরে, নীচের নীতিগুলির সংক্ষিপ্তসার করেছেঃ-

''৫২. উপরের রায়গুলি আই. পি. সি-র ধারা ১৪৯-এর পরিধি তুলে ধরেছে। আমাদের নীতিগুলির সারসংক্ষেপ করতে হবে যাতে বর্তমান মামলাটি তাদের আলোকে পরীক্ষা করা যায়। আই. পি. সি-র ধারা ১৪১-এ বেআইনি সমাবেশকে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অপরাধ করার জন্য তাদের অবশ্যই সাধারণ উদ্দেশ্য থাকতে হবে। আই. পি. সি-র ধারা ১৪২-এ বলা হয়েছে যে যে কোনও সমাবেশকে ইচ্ছাকৃতভাবে বেআইনী করে তোলে এমন তথ্য সম্পর্কে সচেতন থাকলে সে তার সদস্য হবে। আই. পি. সি-র ধারা ১৪৩-এ বেআইনি সমাবেশের সদস্য হওয়ার জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। আই. পি. সি-র ধারা ১৪৯-এ বেআইনি সমাবেশের প্রত্যেক ব্যক্তির গঠনমূলক দায়বদ্ধতার বিধান রয়েছে, যদি সেই সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য কোনও সদস্য বা সেই সমাবেশের এমন সদস্যদের দ্বারা কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়, যারা জানত যে সেই উদ্দেশ্যের বিচারের ক্ষেত্রে সংঘটিত হতে পারে। 'বেআইনি সমাবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সাধারণ উদ্দেশ্য। উক্ত সমাবেশ গঠনকারী ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য হল উক্ত ধারার "প্রথম", "দ্বিতীয়", "তৃতীয়", "চতুর্থ" এবং "পঞ্চম" ধারায় বর্ণিত যেকোনো কাজ বা কাজ করা।

মুহূর্তের উদ্দীপনার উপর একটি সাধারণ উদ্দেশ্য গঠন করা যেতে পারে। সাধারণ সভার সদস্যদের দ্বারা গৃহীত আচরণ একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। কোন সময়ে বেআইনী সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য গঠিত হয়েছিল তা প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। একবার 'খ' ব্যক্তির বিষয়টি আইপিসি ধারা ১৪৯-এর উপাদানগুলির মধ্যে পড়ে গেলে, তিনি নিজের হাতে কিছুই করেননি এই প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক হবে।যদি বেআইনি সমাবেশের কোনও সদস্য সাধারণ উদ্দেশ্যের বিচারের জন্য কোনও অপরাধ করে থাকেন, তবে বেআইনি সমাবেশের যে কোনও সদস্য যিনি অপরাধ করার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং যিনি সেই সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের অংশীদার ছিলেন, তিনি সেই অপরাধের জন্য দায়বদ্ধ হবেন, এমনকি যদি তাঁর দ্বারা কোনও প্রকাশ্য কাজ না করা হয়। যদি অস্ত্রশস্ত্র সহ সশস্ত্র ব্যক্তিদের একটি বড় ভিড় শিকার হওয়ার উদ্দেশ্যে হয়, তবে সকলেই প্রকৃত আক্রমণে অংশ নিতে পারে না। যদি কিছু সদস্যদের দ্বারা বহন করা অস্ত্র ব্যবহার না করা হয়, তবে আইপিসি ধারা ১৪৯-এর সাহায্যে অপরাধের দায় থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হবে না যদি তারা বেআইনী সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নেয়।

৫৩. কিন্তু গঠনমূলক দায়বদ্ধতার এই ধারণাটি এমনভাবে প্রসারিত করা উচিত নয় যাতে নির্দোষ দর্শকদের মিথ্যা প্ররোচনার দিকে পরিচালিত করা যায়। প্রায়শই, লোকেরা কৌতূহলের কারণে অপরাধের ঘটনাস্থলে জড়ো হয়। তারা বেআইনী সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে না। যদি বিপুল সংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে সাধারণ অভিযোগ করা হয়, তবে আদালতকে সতর্ক থাকতে হবে। এটি কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় দর্শকদের দোষী সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করতে হবে যারা করেছে। বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে না নেওয়া। যদি না যুক্তিসঙ্গত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিস্থিতি রাষ্ট্রপক্ষ মামলাকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে তারা বেআইনি সমাবেশের অভিন্ন উদ্দেশ্য ভাগ করে নিয়েছে, তাহলে আইপিসির ১৪৯ ধারার সাহায্যে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। প্রতিটি মামলায় প্রমাণ করতে হবে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কেবল কোনও না কোনও পর্যায়ে বেআইনি সমাবেশের সদস্য ছিলেন না, বরং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ছিলেন এবং সমস্ত পর্যায়ে সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নিয়েছিলেন। আদালতের কাছে এমন কিছু উপকরণ থাকতে হবে যা অভিযুক্তের অভিন্ন উদ্দেশ্য ভাগ করে নেওয়ার মতামত তৈরি করবে।

একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য কী তা নির্ধারণ করতে হবে আক্রমণের আগে এবং আক্রমণের সময় বেআইনি সমাবেশের সদস্যদের আচরণের গতিপথ, অপরাধস্থলে বা তার কাছাকাছি তাদের আচরণ, অপরাধের উদ্দেশ্য, তাদের দ্বারা বহন করা অস্ত্র এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনার কথা মাথায় রেখে। ফৌজদারি আদালতকে নির্দোষ মানুষকে অপরাধে জড়িয়ে ফেলা এড়াতে প্রমাণ মূল্যায়নের এই কঠিন এবং সূক্ষ্ম অনুশীলন পরিচালনা করতে হবে। এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত এই নীতিগুলি গঠনমূলক দায়বদ্ধতার ধারণাকে দুর্বল করে না। এগুলি সতর্কতার একটি নিয়মকে ধারণ করে।"

১৪.৫. উদ্ধৃত অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই কারণ মৌলিক নীতিগুলি হল একটি বেআইনি সমাবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল এটি গঠনকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা, পাঁচটি এবং তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য। সেই সমাবেশটি রচনাকারী ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য হল আপনি মুহূর্তের উত্তেজনায় গঠন করতে পারেন এবং এর জন্য পূর্ব আলোচনার প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের সমাবেশের সদস্যদের দ্বারা গৃহীত আচরণের ধারা; ঘটনার আগে, সময় এবং পরে তাদের আচরণ; এবং তাদের দ্বারা বহন করা অস্ত্রগুলি হল সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য কয়েকটি মৌলিক এবং প্রাসঙ্গিক কারণ।

১৪.৬. রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বর্তমান মামলার তথ্যগুলি স্পষ্ট করে দেয় যে প্রাসঙ্গিক তারিখে অর্থাৎ, ০৩.০৩.২০০১ এবং প্রাসঙ্গিক সময়ে অর্থাৎ, ১১.১৫ সকাল, বর্তমান আপিলকারী সহ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন বার্নালা আদালত কমপ্লেক্সে উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগকারী পক্ষের সদস্যরা কথিতভাবে এ এসেছিলেন। তিনি গ্রামের মেয়েটির পূর্বোক্ত ধর্ষণ ও হত্যা মামলার শুনানিতে অংশ নেওয়ার জন্য একই আদালত কমপ্লেক্সে ছিলেন, যেখানে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং আত্মীয়স্বজনরা অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং মামলাটি আপিলকারী মনজিৎ সিং দ্বারা অনুসরণ করা হচ্ছিল। এটিও প্রতিষ্ঠিত হয় যে অভিযোগকারী পক্ষের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা যখন তাদের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, তখন অভিযুক্তরা তাদের অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করেছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, অভিযোগকারী পক্ষের উপর আক্রমণটি আপিলকারী মনজিৎ সিং কর্তৃক "আজ এহ বাচ কে না জান কে* দা বদলা লাই কে রহেঙ্গে"[৬] এই অভিব্যক্তিতে গ্রামের মেয়েটির ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

এটি স্পষ্টতই আক্রমণের উদ্দেশ্য এবং সমাবেশের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। তাছাড়া, অভিযোগকারী পক্ষের সদস্যদের উপর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ছোঁড়া আঘাতগুলি বিস্তৃত, যথেষ্ট শক্তি এবং নির্বাচিত লক্ষ্য ছিল। আবেদনকারী মনজিৎ সিং নিজেই সাক্ষী পিডব্লিউ-৫-কে তার উভয় হাতে দুটি আঘাত করেছিলেন। লাভ সিং কৃপাণকে বিয়ন্ত সিংয়ের মাথায় আঘাত করেছিলেন। আপিলকারী সুখবিন্দর সিং দিলীপ সিংকে প্রথম আঘাত করেছিলেন কিন্তু ভুক্তভোগীর ডান হাতে আঘাত করেছিলেন। আপিলকারী সুখবিন্দর সিং তার কৃপাণের হাতল দিয়ে পিডব্লিউ-৬ গুমাম সিংকে আরও একটি আঘাত করেছিলেন। এগুলি ছিল অভিযুক্ত বখতাউর সিং দ্বারা মৃত দলীপ সিং-এর মাথায় বারবার আঘাত করা এবং তারপরে পিডব্লিউ-৬ গুমাম সিং-কে তিনটি আঘাত করা ছাড়াও, বখতাউর সিংও তাঁর কৃপাণটি গুরনাম সিং-এর বাম পায়ে আঘাত করেছিলেন। সন্দেহাতীত যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একযোগে কাজ করেছিলেন এবং উদ্দেশ্য স্পষ্টতই অভিযোগকারী দলের সদস্যদের মধ্যে প্রাণহানির বিষয়টি নিশ্চিত করা ছিল। প্রযোজ্য নীতিগুলির ভিত্তিতে, আমাদের এই উপসংহারে আসতে কোনও দ্বিধা নেই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একটি বেআইনি সমাবেশ গঠন করেছিল; মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আদালত কমপ্লেক্সে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছিল; এবং অভিযোগকারী পক্ষের সদস্যদের গুরুতর শারীরিক আঘাত করেছিল। মৃত দলীপ সিংকে এই বেআইনী সমাবেশের সদস্যরা বারবার আক্রমণ করেছিল এবং তার মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছিল যা মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল। ঘটনার পটভূমি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণের দিকগুলি সন্দেহের কোনও কারণ রাখে না যে, এই সমাবেশের প্রতিটি সদস্য নিজের এবং বিধানসভার অন্য প্রতিটি সদস্যের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য দায়বদ্ধ।

১৫. উপসংহারে পৌঁছনোর আগে, আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, গোবিন্দ সিং (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর আইনজীবী সুখবিন্দর সিং-এর উপর নির্ভর করে, ঘটনাটি ঘটেছিল আকস্মিক ঝগড়ায় এবং সেই মুহূর্তে যখন আবেদনকারী চিমনির প্রদীপ তুলে নিয়ে তার মেয়ের উপর ফেলে দিয়েছিলেন, যে আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল। প্রদত্ত বাস্তবতায়, এই আদালত আই. পি. সি-র ধারা ৩০৪-এর অংশ-II-এর অধীনে আই. পি. সি-র ধারা ৩০২ থেকে দোষী সাব্যস্তকে রূপান্তরিত করে এবং কারাদন্ডের সাজা কমিয়ে ইতিমধ্যে অতিবাহিত সময়সীমার মধ্যে নিয়ে আসে। আমরা বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের কোনও প্রয়োগযোগ্যতা খুঁজে পাচ্ছি না।

[৬] এর অনুবাদ হবে প্রায় এভাবে: "আজ তাদের পালাতে দিও না; কেকে* প্রতিশোধ নেওয়া হবে।"

উপসংহার

১৬. তদনুসারে, এবং উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এই আপিলগুলি ব্যর্থ হয় এবং তাই খারিজ করা হয়। আপিলকারীরা আজ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে আত্মসমর্পণ করবে এবং তাদের নিজ নিজ সাজা(গুলি)-এর অবশিষ্ট অংশ ভোগ করবে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি

আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal